ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 June 2022 ■ আগরতলা ২৫ জুন, ২০২২ ইং ■ ১১ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শুক্রবার উমাকান্ত স্কুলের স্ট্রং রুমে ইভিএম কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারীতে রাখা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

উপনির্বাচনে জনতার রায় ইভিএম বন্দি, স্ট্রং রুম পরীক্ষা করলেন রিটার্নিং অফিসাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। ত্রিপুরায় চারটি আসনে উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হওয়ার পর ইভিএমগুলি বর্তমানে স্ট্রং রুমে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নজরদারিতে বন্দি রয়েছে। শুক্রবার অবজারভারের উপস্থিতিতে রিটার্নিং অফিসাররা স্ট্রং রুমে গিয়ে ইভিএমগুলি পরীক্ষা করে দেখেছেন।

৬-আগরতলা এবং ৮-টাউন বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর ভোটবন্দি ইভিএমগুলি উমাকান্ত স্কুলের স্ট্রং রুমে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় রাখা হয়েছে। স্ট্রং রুমের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী। বাড়তি সুরক্ষার প্রশ্নে পর্যাপ্ত পরিমাণে সিসি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে।নিয়ম অনুযায়ী শুক্রবার সদরের এসডিএম তথা রিটার্নিং অফিসার অসীম সাহা অবজারভারের উপস্থিতিতে স্ট্রং রুমে ভোটবন্দি ইভিএমগুলি পরীক্ষা করে দেখেন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এবং প্রার্থীদের প্রতিনিধিদের সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সমস্ত বিষয় দেখার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। সদরের এসডিএম জানান, স্ট্রং রুমে ২৪ ঘন্টা কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী নজরদারি বজায় রেখে চলেছে। গণনা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার সমস্ত প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন পেশ করলেন এনডিএ প্রার্থী

সোনিয়া, মমতা ও পাওয়ারের সমর্থন চেয়েছেন দ্রৌপদী মুর্মু

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি.স.)।। রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিলেন এনডিএ-র প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু। শুক্রবার দুপুরে সংসদ ভবনে দ্রৌপদী মুর্মুর মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা প্রমুখ। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিভিন্ন মন্ত্রী, সাংসদ, বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। এনডিএ-র শরিক না হলেও, ভূমিকন্যার সমর্থনে মনোনয়নে উপস্থিত ছিলেন ওডিশা সরকারের দুই মন্ত্রীও।

এদিন রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনয়ন পেশ করার প্রাক্কালে সংসদ চত্বরে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী, ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকর ও বিরসা মুন্ডাকে শ্রদ্ধা জানান দ্রৌপদী মুর্মু। এরপর সংসদ ভবনে রাষ্ট্রপতি

পদের জন্য মনোনয়ন পেশ করেছেন তিনি। রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন জমা দিতে হলে অন্তত ৫০ জন সাংসদ কিংবা সমসংখ্যক বিধায়ককে প্রস্তাবক হতে হয়। বিজেপি সূত্রের মতে, দ্রৌপদীর প্রস্তাবক হিসাবে একেবারে তালিকার প্রথমেই রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নাম। যে ভাবে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে প্রতিবেশীর মারে গুরুতর এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। বিশালগড় মহকুমার মধুপুর থানা এলাকার হরিহর দোলা বাজারে প্রতিবেশীর আক্রমণে এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তির নাম কিশোর কুমার দাস। তার বাড়ি রাধানগর এলাকায়।

জানা গেছে, হরিহর দোলা বাজারে গেলে প্রতিবেশী এক ব্যক্তি তার ওপর হামলা চালায়। হামলায় কিশোর কুমার দাস গুরুতরভাবে আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে প্রথমে মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাকে হাপানিয়া স্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এ ব্যাপারে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মধুপুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এ ঘটনা জড়িত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের কোন সংবাদ নেই।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অমরপুরে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অমরপুরে পথ অবরোধ করলেন প্রমীলারা। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, অমরপুর বাজার থেকে সর্বং যাওয়ার রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় রয়েছে। রাস্তাটি সংস্কারের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই এলাকাবাসী স্থানীয় নেতৃত্ব এবং প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়ে আসছেন। রাস্তা সংস্কারের আশ্বাসবাণী শুনানো হলেও কার্যক্ষেত্রে রাস্তাটি সংস্কারের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

বর্তমানে রাস্তাটি মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা রীতিমতো ঝুঁকিপূর্ণ। কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা এই রাস্তা দিয়ে শিক্ষাঙ্গনে যেতে পারছে না। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করতে কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছেন। এলাকায় কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে কিংবা প্রসূতি মাকে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোনামুড়ায় নিখোঁজ ইঞ্জিনিয়ার পড়ুয়া যুবকের তিনদিন পর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। নিখোঁজ হওয়ার তিনদিন পর নদী থেকে ভেসে উঠলো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া এক যুবকের মৃতদেহ। ত্রিপুরায় সিপাহিজলা জেলায় সোনামুড়া হাসপাতাল চৌমুহনী এলাকার বাসিন্দা আবির লাল ধর তিনদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। আজ তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

বুধবার সন্ধ্যা থেকে ওই যুবক নিখোঁজ ছিলেন। সোনামুড়ায় গোমতী নদীর পাশ থেকে তার জুতো এবং মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছিল সেদিনই। নিখোঁজ যুবকের কোনো হদিস না পেয়ে খবর দেওয়া হয়েছিল দমকল কর্মীদের। এনডিআরএফ বাহিনীর সদস্যরা বুধবার থেকেই তল্লাশি চালিয়েও তাকে উদ্ধার করতে পারেনি।

কিন্তু শুক্রবার দুপুর ১২ টা নাগাদ সোনামুড়া গোমতী নদীর জলে তাঁর মৃতদেহ ভেসে ওঠে। এদিকে স্থানীয়দের অভিমত, পারিবারিক অশান্তির জেরে সে আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। তবে খুন, আত্মহত্যা নাকি দুর্ঘটনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে জনমনে।সন্তানের মৃতদেহ উদ্ধারের খবরে তাঁর বাবা-মা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ফের জিবিতে চুরি মহিলার ব্যাগ থেকে টাকা নিয়ে গেল চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে চোর ছিনতাইবাজের দৌরাত্ম্য দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। শুক্রবার আউটডোরে টিকিট কাটানোর লাইনে দাঁড়িয়ে ৫০০০ টাকা খোয়া গেল এক মহিলার। মহিলার নাম সুজাতা চক্রবর্তী। তার বাড়ি উদয়পুর।

জানা গেছে, সুজাতা চক্রবর্তী তার বোনকে চিকিৎসা করানোর জন্য জিবি হাসপাতালে আউটডোর টিকিট কাটছিলেন। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটার সময় তার ব্যাগে ৫ হাজার টাকা ছিল। টিকিট কাটার পর তিন লক্ষ্য করেন ব্যাগে তার টাকা নেই। আশঙ্কা করা হচ্ছে রোগী সেজে লাইনে দাঁড়িয়ে কেউ ওই টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে।

ঘটনা টের পাওয়ার পর মহিলা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। বিষয়টি হাসপাতালে বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীদের জানানো হয়। কিন্তু চুরি যাওয়া টাকা উদ্ধার কিংবা চোরদের আটক করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরোধীতায় সিআইটিইউ এবং কিষাণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন প্রকল্প অগ্নিপথ ঘিরে দেশজুড়ে আলোড়নের মধ্যে ত্রিপুরায় বিক্ষোভে সামিল হয়েছে বামপন্থী শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন। এই প্রকল্পের বিরোধিতা করছেন দেশের সমস্ত বিরোধীদল। দেশের বেশ কিছু জায়গায় এই বিক্ষোভের জেরে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে ট্রেন। হয়েছে ধর্মঘট। রাজ্যও তার আঁচ পড়তে শুরু হয়েছে। অগ্নিপথ প্রকল্প ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিরোধীদলের নেতৃত্বরা বিক্ষোভে সামিল হচ্ছেন। শুক্রবার অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন ত্রিপুরা শাখা এবং সারা ভারত কিষান সভা।

এদিন ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন ত্রিপুরা শাখার উদ্যোগে রেলিতে উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ রাজ্য সভাপতি মানিক দে। তিনি এদিন এই প্রকল্পের তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, এই প্রকল্প দেশের নিরাপত্তা বিরোধী। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে জলাশয়ে মিলল গৃহবধূর মৃতদেহ, অভিযোগ পরিকল্পিত হত্যার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ জুন।। কোয়াইফাং এডিসি ভিলেজের নারদ পাড়ায় জলের নিচে তলিয়ে গেলো এক গৃহবধূ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় শুক্রবার শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত কোয়াইফাং এডিসি ভিলেজের নারদ পারায় জলাশয়ে এলাকার গৌরি মালা ত্রিপুরা (২৭) নামে এক গৃহবধূ জলের নিচে তলিয়ে যায়।

এইকথা জানা জানির পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় বাইখোড়া থানার পুলিশ ও ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্টের টিম। সকলে মিলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে জলাশয়ে গৃহবধূকে খোঁজার প্রয়াস চালিয়ে যায়। পরবর্তী সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এনডিআরএফ এর টিম। এনডিআরএফ এর কর্মীদের প্রচেষ্টায় বেলা আনুমানিক ৪ টা ৩০ মিনিট নাগাদ জলাশয় থেকে উদ্ধার করা হয় গৃহবধূর মৃতদেহ। ঘটনার বিবরণ জানিয়ে সংবাদমাধ্যমকে জানান বাইখোড়া থানার এসআই ও এনডিআরএফ টিমের আধিকারিক। অপরদিকে গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তুলছে গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজন।

গৃহবধূর ভাইয়ের দাবী গৃহবধূকে পরিকল্পীত ভাবে হত্যা করা হয়েছে। গৃহবধূর স্বামী ও তার পরিবারের লোকজন গৃহবধূর উপর প্রতিনিয়ত অত্যাচার করতো বলে অভিযোগ। আগামীকাল মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

হত্যা মামলায় এক ব্যক্তির যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। হত্যা মামলায় এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সাজা প্রাপ্ত আসামির নাম লক্ষী চাকমা।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ১৪ এপ্রিল লংতরাই ভ্যালী মহকুমার বইসা রামপাড়ায় তিন জনকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল এবং অপর একজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছিলেন। এই হত্যা মামলায় পুলিশ লক্ষ্মী চাকমা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল। আমবাসা থানার পুলিশ এই মামলায় আদালতে চার্জশিট জমা দেয়। দীর্ঘ শুনানি ও সাক্ষ্য গ্রহণের পর ধলাই জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করেছে।জেলা ও দায়রা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোট দিতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ কর্মীর খোঁজ নিতে হাসপাতালে বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। ত্রিপুরায় উপনির্বাচনে ভোট দিতে যাওয়ার পথে আক্রান্ত পুলিশকর্মীকে দেখতে জি বই হাসপাতালে যান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তিনি শাসক দল এবং ত্রিপুরা সরকারকে নিশানা করে বলেন, পরাজয়ের আশঙ্কা থেকেই সন্ত্রাসের পথে হেঁটেছে বিজেপি।

প্রসঙ্গত, রাজধানী আগরতলায় কুঞ্জবন এলাকায় বৃহস্পতিবার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত এবং ছুরিকাহত হয়ে ছিলেন ত্রিপুরা পুলিশের কর্মী সমীর সাহা। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভোট দিতে গিয়ে পুলিশকর্মী ছুরিকাহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সেই সুযোগে শুক্রবার জিবি হাসপাতালে গিয়ে আহত পুলিশকর্মী সমীর সাহাকে দেখে আসেন।

এদিন জিবি হাসপাতালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলের নেতা মানিক সরকার এ ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। তিনি বলেন, শাসক দল বিজেপি পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই এ ধরনের সন্ত্রাস চালিয়েছে। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকায় যেভাবে নগ্নভাবে সন্ত্রাস চালানো হয়েছে তা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তৃণমূল কংগ্রেসের সংগ্রামী চেতনা কোথায় হারিয়ে গেল ?

রাজ্যে রাজ্যে বহু দল পরিবারতন্ত্রের গ্রাসে তলিয়ে গেছে

।। দেবাশীষ ঠাকুর।।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার সংগ্রামী ভূমিকা, আত্মত্যাগের কাহিনী, দেশপ্রেমের উজ্জ্বল চেতনা ইতিহাস খ্যাত হয়ে আছে। বাংলার গৌরব, বাংলার ঐতিহ্য ত্যাগ তিতিক্ষার ইতিহাস আজও আমাদেরকে ভাবায়। অগ্নিক্ষরা বাংলায় রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী সুভাষ, ঋষি অরবিন্দ, মাতঙ্গিনী হাজরা, ক্ষুদিরাম বসু সহ বহু শহীদের কাহিনী বাংলার মাটির সেই উর্বরতা আজ কেন আমাদেরকে বিচলিত করে? ভাবায় বাংলা কি আর জেগে উঠবে না। দিনে দিনে তলিয়ে যাবে অগ্নিকন্যার সেই মর্মস্পর্শী প্রতিশ্রুতি। সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলার মানুষকে যে পথ দেখিয়েছিলেন আজ তা হারিয়ে গিয়েছে। রাজনীতির সংকীর্ণতায় এবং ক্ষমতা দখলের তীব্র আকাঙ্খায় আদর্শ নীতিবোধ সব তলিয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষ রামায়ণ মহাভারতের দেশ। এখানে স্বাধীনতা পরবর্তী পর্য্যায়ে যাঁরা দেশ শাসন করেছেন, যাঁরা জননেতা হয়েছেন সেই ইতিহাসের আলোকবর্তিতা আজ নিভে গিয়েছে। রাজ্যে রাজ্যে আজ অবক্ষয় গ্রাস করেছে। কিন্তু, আমাদের গর্ব ছিল পশ্চিমবাংলা। এখানে কংগ্রেসের দীর্ঘ শাসনের পর বামপন্থীদের জয়জয়কার আমরা দেখেছি। তারাও নীতিহীনতা ও ভ্রষ্টাচারের করাল গ্রাসে নিমজ্জিত হয়ে আজ

জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তারা হারিয়ে গিয়েছে। একটি কমিউনিস্ট পার্টি কি করে তলিয়ে গেছে মানুষ তা ভাল করেই জানেন। ক্ষমতার দৌলতে মানুষকে অবজ্ঞা করা, দুর্নীতির আষ্টেপৃষ্ঠে নিজেদেক জড়িয়ে নেয়ায়, দম্ভ অহংকারের যাঁতাকলে মানুষ তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। মানুষ বিশ্বাস করেছে অগ্নিকন্যা তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জীকে। সাদাসিদে অনাড়ম্বর জীবনের অধিকারিণী মানুষের মনে যে বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন তাতে মানুষ দুহাত উজার করে সমর্থন দিয়েছিলেন। আজ সেই তৃণমূল কংগ্রেস কোন্ জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে?

তৃণমূলনেত্রী মমতা ব্যানার্জীর লক্ষ্য এখন প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি। এই কুর্সিতে বসতে পারলে বাংলার মানুষ গর্বিত হবে। বাংলার ইতিহাস নতুনভাবে প্রবাহিত হবে। কিন্তু, এই সম্ভাবনার মাঝে ব্যর্থতার ছবিই এখন স্পষ্ট। এখন তৃণমূল নেত্রীর একমাত্র লক্ষ্য দলকে আঞ্চলিকতার উর্ধে উঠে জাতীয় দলের মর্যাদায় আরোহণ করানো। তার জন্য এখন রাজ্যে রাজ্যে তৃণমূল নির্বাচনে লড়বার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। গোয়াতে গিয়ে গোহারা হারতে হয়েছে তৃণমূলকে। অন্যান্য রাজ্যে কিছু কিছু আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভরাডুবি হয়েছে। এখন নেত্রীর একমাত্র লক্ষ্য ত্রিপুরা। কিন্তু, ত্রিপুরাতে তিনি একজন সুযোগ্য নেতাও খুঁজে পেলেন না। প্রার্থী খুঁজে পেতে হিমসিম খেতে হয়। গত উপনির্বাচনে চারটি আসনের বেশীরভাগ বুথেই দল পোলিং এজেন্টে দিতে পারেনি। তৃণমল নেত্রীর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা২৬৬ ▫ ২৫ জুন ২০২২ ইং ▫১০ আষাঢ় ▫শনিবার ▫১৪২৯ বঙ্গাব্দ

বিপন্নদের শেষ ভরসাস্থল আদালত

সংবিধান ও আইনের অধীনে নাগরিকদের সামাজিক ব্যবহার ও চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বদেশি শাসকের হাতে আইন এসে যাওয়ার পরেও অভিভাবকদের কেন এই শঙ্কা? সংবিধান-স্বীকৃত অধিকার আদায়ে কড়া নাড়িতে হয় আদালতের। আদালত আম-নাগরিকের নজরে সমস্যার সমাধান, না, খোদ সমস্যা? এই প্রশ্ন উঁকি ঝুঁকি দিতেছে।উপনিবেশের শাসন-কাল থেকেই নাগরিক ও প্রশাসনের মাঝে একটা সচেতন ফারাক রাখা হইয়াছে। নাগরিক অধিকার আমাদের সংবিধান মৌলিক অধিকারের মাধ্যমে নিশ্চিত করিয়াছে। মুশকিল হইতেছে, তাহার সীমানা সংখ্যাগরিষ্ঠের অজানা। উলটোদিকে, নাগরিকদের কর্তব্য বিষয়ে দায়বদ্ধতা নাই। আইন এই পরিসরে শাসক ও নাগরিককে নিয়ন্ত্রণ করে। অধিকার ও কর্তব্য- এই দ্বন্দ্বে আইন ভাঙিয়া নাগরিকরা বিপত্তি বাধায়। আসে পুলিশ ও আদালত। অথচ পুলিশ ও আদালতের নামে আম-নাগরিকের কপালে ভাঁজ পড়ে।

বাস্তব উদাহরণ, পুলিশের তদন্তকারীরা সাক্ষীর নাম লিখিতে চাইলে ভিড় পাতলা হয়। কেন? কারণ, মানুষ সাক্ষ্য দেওয়াকে কর্তব্য বলিয়া ভাবে না। জনমানসে ধারণা, আদালত বেশ সময় ও ঝক্কির ব্যাপার। মামলা শুরু হইলে চট করিয়া শেষ হয় না। সময় মানেই 'অর্থ'। এই চেতনা থেকে নাগরিকরা সরিয়া আসে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, মামলা বড়লোকদের বিষয়। দুটো সমস্যা উঠিয়া আসে। এক 'বড়লোকের বিষয়', এই তকমা দূর করিয়া গরিব নাগরিকদের নাগালে আনা। পরেরটা লম্বা সময় ধরিয়া চলা মামলা। যে-কারণে নাগরিকরা এড়াইয়া যায়। সমস্যার থেকেও সময় তাহাদের কাছে বেশি দামি।

সময়ের সমস্যা কেন? আদালতের পরিকাঠামো ও মানবসম্পদ জনসংখ্যার অনুপাতে কম। ভারতে ১০ লাখে বিচারকের সংখ্যা ২০, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১০০-র উপরে, কানাডায় ৭৫। আগামী বছরের ক্যালেন্ডারে ২২০ দিন কাজের খবর প্রকাশিত হইতেই বিতর্ক। পরলোকগমন করিলে ছুটি অতিরিক্ত। করোনায় ভার্চুয়াল শুনানি শুরু হইলেও কমিতেই পুরনো পথে। ভারচুয়াল শুনানিতে কম কাগজের ব্যবহারে দূষণ নিশ্চিত কমে। ডিজিটাল পরিকাঠামো সারা দেশে 'এক' মানের নয়। আদালতের মক্কেলদের উপর নির্ভরশীল টাইপিস্ট, জেরক্স, ফুটপাথের হোটেল। কত সংসার চলে বলুন তো? আদালতকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠা অর্থনীতিও চিন্তার বিষয়।

অন্যদিকে, হাতের মোবাইলে চট করিয়া সবকিছু পাওয়া যায়। মানুষের ধারণা, এক লহমায় সবকিছু সম্ভব। বিচারের যে প্রক্রিয়াটা প্রচলিত, তাহা প্রায় সার্ধশতবর্ষ আগের। সাক্ষীদের যাতায়াতের সমস্যা যেমন ছিল, তেমনই কাগজ তৈরিতেও বিপুল সময় নিত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাখিয়া যাওয়া যে আইনি ভিতের উপর আমাদের বর্তমান কাঠামো দাঁড়াইয়া, সেই আইনের কোনওটার জন্ম ১৮৬১, তো কোনওটার ১৮৭২ সালে। ইংরেজরা উপনিবেশে নাগরিকদের বিচারের জন্য অতিরিক্ত পয়সা খরচ করিতে রাজি ছিল না। বিচারের পয়সা উসুল করিবার লক্ষ্যে নানাবিধ ফি-র আয়োজন রাখা ছিল। গরিব মানুষরা একদিকে দামি আইনজীবী যেমন জোগাড় করিতে পারিতেন না, তেমনই মামলার ব্যয় বহন করিতে অপারগ ছিলেন। মুখ বুজিয়া অন্যায় মিনিয়া নিতেন। সেই ধারণা দূর করিতে সরকারি খরচে আইনজীবী দেওয়ার ব্যবস্থা হইলেও নাগরিকরা তাহার কতটা সন্ধান রাখেন?

আদালতের ফারসি-ঘেঁষা ভাষা, বা সাবেক ইংরেজি স্বল্প আমজনতার কাছে হিব্রু। মোট কথা, সহজবোধ্য নয়। আদালতে দাঁড়াইয়া বিচারে কী চলিতেছে, টের পান না। তৃণমূল স্তরের গরিব নাগরিক কেন জটিল এক বিষয়কে সমস্যার সমাধান বলিয়া ভাবিবেন? কীভাবে আদালতের কাছে হাজির হইলে সহজে বিচার পাওয়া যাইবে- তাহা সাধারণ নাগরিকের অজ্ঞাতপ্রায়। বিষয়টা জটিল হইয়াছে বিভিন্ন ফি ও তাহার আনুষঙ্গিক খরচে। একজন মানুষ সমস্যায় পড়িল, তারপর খরচ ও সময় ব্যয় করিয়া রায় পেল। রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাওয়ার আবেদন হলে খরচ চড়িবে। স্বাভাবিক, সেই নাগরিক তখন পস্তাবেন।একে-একে দেখিলে সমস্যাগুলো হইল 'সময়,' 'খরচ' ও 'ভাষা'। বিশেষজ্ঞরা বলেন, স্মার্টফোনের যুগে বিচারও তদন্তের মতো সময় বেঁধে করা উচিত। অতিরিক্ত বিচারক ও কর্মচারী নিয়োগে জনসংখ্যার অনুপাতে ভারসাম্য রাখা উচিত। প্রযুক্তি ব্যবহারে সময়ের সমস্যা কমিতে পারে। নাগরিকদের সুবিধার্থে চলতি ভাষার ব্যবহার বাড়ানো উচিত। যেমন, 'আলামত' কতজন বুঝিবে? পাঠ্যপুস্তকে পড়ানো উচিত দেশের আইন ও তার ব্যবহার। ভাবা উচিত, আইন সব সমস্যার সমাধান নয়।

উন্নত দেশে আইনজীবীরা 'কৃত্রিম মেধা' ব্যবহার করে মামলার সম্ভাবনা জেনে মামলা রুজু করেন। অর্থাৎ, আদতে মামলা করার যুক্তির কতটা জোর, জানা জরুরি। কতটা সময় ও খরচ লাগবে, সেটাও জানিয়ে দেওয়া উচিত। আদালত ও নাগরিকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ কাম্য। আদালত একমাত্র পরিষেবা, যা নিতে হয় কোনও পেশাদারের মাধ্যমে।

আয় বাড়াতে শিল্পপতিদের উপর 'সুপার ট্যাক্স' চাপাল পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, ২৪ জুন (হি. স.) : আয় বাড়াতে বৃহৎ শিল্প ও শিল্পপতিদের উপর 'সুপার ট্যাক্স' চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁর সরকার। শুক্রবার দেশটির অর্থমন্ত্রী মিফতা ইসমাইল জানান, বৃহৎ শিল্প ও শিল্পপতিদের উপর 'সুপার ট্যাক্স' চাপিয়ে চলতি অর্থবর্ষে পাকিস্তানি মুদ্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা তোলার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। 'পুরানা পাকিস্তান' ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইমরান খানকে গদিচ্যুত করলেও সরকার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। পাকিস্তানের কোষাগার কার্যত গড়ের মাঠ। বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার ঠেকেছে তলানিতে। এই অবস্থায় দেশকে আর্থিক বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএম) থেকে ঋণ নিতে চলেছে পাকিস্তান। এই মর্মে কথাবার্তাও কিছুটা এগিয়েছে। সেই বিষয়ে শুক্রবার দেশটির অর্থমন্ত্রী মিফতা ইসমাইল জানান, বৃহৎ শিল্প ও শিল্পপতিদের উপর 'সুপার ট্যাক্স' চাপিয়ে চলতি অর্থবর্ষে পাকিস্তানি মুদ্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা তোলার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। বিষয়টি খোলসা করে তিনি আরও জানান, এক বছরের জন্য একবারই বৃহৎ শিল্পের উপর ১০ শতাংশ কর চাপানো হবে। এই তালিকায় রয়েছে চিনি, স্টিল, পেট্রোপণ্য, সার, সিগারেট, গাড়ি, ব্যাংক, কাপড়ের মতো ১৩টি বৃহৎ শিল্প। শুধু তাই নয়, সমস্ত শিল্পপতিদের বার্ষিক আয় ১৫ থেকে ৪০ কোটি টাকা, তাঁদের উপরও ১০ থেকে ৪০ শতাংশ 'ওয়ান টাইম' কর চাপানো হবে। এদিন পাক অর্থমন্ত্রী বলেন, "আমি একটি সুখবর দিতে চাই। আমরা ফের বিদেশি ঋণে মেটানোর মতো ক্ষমতা ফিরে পেয়েছি। তবে অর্থনীতিকে ফের সবল করতে আমাদের অনেক কড়া পদক্ষেপ করতে হচ্ছে। দেশের অর্থনীতিকে বাঁচাতে আইএমএফয়ের মদত নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আমি শিল্পপতিদের আহ্বান জানাচ্ছি তাঁরা যেন এই সাময়িক সমস্যায় আমাদের পাশে দাঁড়ান।" উল্লেখ্য, করোনা মহামারী, অপশাসন ও ঋণের ভারে পাকিস্তানের অর্থনীতি কার্যত হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। জোর ধাক্কা খেয়েছে পণ্য উৎপাদন ও রফতানি। ফলে তলানিতে ঠেকেছে বিদেশি মুদ্রা ভাণ্ডার। ফলে খাবার থেকে ওষুধ সবকিছুরই দাম ভয়ানক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য ও ওষুধের মত জরুরি পণ্যের জোগান বজায় রাখতে সমস্ত 'অপ্রয়োজনীয়' বিলাসী পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করেছে শাহবাজ শরিফের সরকার। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি সামাল দেওয়া মুশকিল হচ্ছে। আইএমএফ স্পষ্ট জানিয়েছে, খরচে রাশ টেনে সরকারকে আয় বাড়াতে হবে। রাজস্ব ঘাটতিতে লাগাম টানতে হবে। তবেই তারা ৯০ কোটি ডলারের ঋণ মঞ্জুর করবে। সবমিলিয়ে, এই মুহূর্তে করবৃদ্ধি ছাড়া ইসলামাবাদের সামনে সেই অর্থে অন্য কোনও পথও নেই বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

জাতীয় শিক্ষায় চরিত্রগঠনকে গুরুত্ব দিতে হবে সর্বাধিক

নরেন্দ্রনাথ মাহাতো

সত্যিকথা বলতে কী, আমাদের সমাজে দুর্বৃত্ত বা অপরাধপ্রবণ মানুষ বর্তমানে ক্রমবর্ধমান। আবার অপরাধ প্রতিরোধের উপায় হিসেবে তানা, পুলিশ ও আইন -আদালতের সংখ্যাবৃদ্ধিরও অন্ত নেই। বহু ধরনের অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপে সমাজ আজ ক্ষতবিক্ষত। যেমন, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ, লুণ্ঠন খুন ধর্ষণ সিহা, দ্বেষ অবৈধ ইন্দ্রিয় চর্চা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, কপটতা, শঠতা অসত্য ভাষণ, প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন ক্ষমতালিপ্সা ইত্যাদি। এগুলি যেন সমাজ দেহের এক একটি রোগ বিশেষ। শারীরিকও মানসিক বহু রোগের কথা আমরা জানি এবং সেগুলিকে সারানোর শিক্ষা বা চিকিৎসাশাস্ত্র আমাদের আছে, কিন্তু অপরাধ নামক ব্যাধি সারানোর শিক্ষা বা চিকিৎসা পদ্ধতি আমাদের নেই বললেই চলে। যদিও মানুষ অপরাধ করলে সাজা দেওয়ার জন্য থানা, পুলিশ, আইন-আদালত আছে। কিন্তু মানুষ যাতে মানুষ যাতে অপরাধ না করে, তার জন্যও তো একটা শিক্ষাব্যবস্থা থাকা দরকার। জনৈক শিক্ষাবিদ বলেছেন, "আমাদের বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চতুর ও কিয়ৎ পরিমাণে কর্মদক্ষ মানুষ সৃষ্টি হচ্চে না। এরা সৃষ্টি করছে এক শ্রেণির শিক্ষিত বর্বর।" কথাটা অতিরঞ্জিত হলেও, একেবারে মিথ্যা নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "মানুষের বর্তমান অবস্থা একটি অধঃপতিত অবস্থা। জগতে এমন কোনো ধর্ম নাই, যাহা বলে—মানুষ পূর্বে যাহা ছিল তদপেক্ষা উন্নত হইয়াছে। ভাবটি এই যে, আদিতে মানুষ শুদ্ধ ও পূর্ণ ছিল, পরে ক্রমাগত অবনত হইতে থাকে, এতদূর নীচে যায়, যাহারা নীচে সে আর যাইতে পারে না। পরে এমন এক সময় আসিবেই, যখন সে সবেগে আবার উপরে উঠিতে থাকিবে।" অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব বলেছেন, " দেশজুড়ে সর্বব্যাপক আত্মসংযমের সাধনাকে প্রচলিত করে তুলতে হবে। এই কাজে প্রত্যেকটি মানুষকে ব্রতী হতে বাধ্য করতে হবে। প্রতিটি মানুষকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, পশুরা মানুষ হতে হতে দেবত্বে উন্নীত হবার পথে ছুটেছিল, কিন্তু আজ হঠাৎ তারা মুখ ফিরিয়ে উল্টো পতনের দিকেই গতিবেগ বৃদ্ধি করেছে। এই অবস্থার অবসান অবিলম্বেই চাই।" তাই তিনি বলেছেন, " দেশব্যাপী যদি না হয় চরিত্রবত্তার সুপ্রতিষ্ঠা, তাহলে হাজার রাজনৈতিক আন্দোলন করেও তোমরা কোনো সুনির্দিষ্ট কল্যাণকে আয়ত্ত করতে পারবে না। দেশের মানুষ যদি মানুষ না হয়, তবে রাজসিংহাসনের বসলেই সে কর্তব্য পালন করতে পারে না। অধার্মিকের হাতে রাজনৈতিক মহানায়কের রাজদণ্ড পড়লে তিনি নিজের চরিত্র -ভ্রংশতার দরুণ সামায়িক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুলের দ্বারাও সমগ্র জাতির সুদীর্ঘকালের দুর্ভোগ্য চরচনা করতে পারে।" সুতরাং সমগ্র দেশব্যাপী নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন করার চেষ্টাই হল প্রকৃত দেশকল্যাণ।

পরাধীন ভারতবর্ষে ২৯ ডিসেম্বর ১৯২৯ খ্রিস্টোব্দে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু মেদিনীপুর যুব সম্মিলনীতে সভাপতির অভিভাষণে বলেছিলেন, "বর্তমান যুগে কী প্রাচ্যে কী পাশ্চাত্ত্যে, আমরা সুপারম্যান বা অতিমানুষের কথা শুনিতে পাই। সুপারম্যান-এর মতবাদ অনেকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা উপহাস করিবার বিষয় নয়, কারণ ইহার মধ্যে এক মহান সত্য নিহিত আছে। সুপারম্যানের যে রূপ জার্মান দার্শনিক নীটস দিয়েছেন অথবা ভারতের কোনো মনীষী দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আপনারা অখণ্ড সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য যে সাধু ও মনুষ্যজাতির পক্ষে কল্যাণকর এবং তাঁহাদের প্রচেষ্টা যে প্রশংসনীয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।" (তরুণেণ স্বপ্ন, পৃ১২৬)। অখণ্ডমণজলেশ্বর শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহ্যসদেব বলেছেন, যার যার

> স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "মানুষের বর্তমান অবস্থা একটি অধঃপতিত অবস্থা। জগতে এমন কোনো ধর্ম নাই, যাহা বলে-মানুষ পূর্বে যাহা ছিল তদপেক্ষ উন্নত হইয়াছে। ভাবটি এই যে, আদিতে মানুষ শুদ্ধ ও পূর্ণ ছিল, পরে ক্রমাগত অবনত হইতে থাকে, এতদূর নীচে যায়, যাহার নীচে সে আর যাইতে পারে না। পরে এমন এক সময় আসিবেই আসিবে, যখন সে সবেগে আবার উপরে উঠিতে থাকিবে।"

সুখলিপ্সার স্তরকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলেই মানুষের প্রকৃত পরিচয় প্যায়া যাবে। খাও খাও সম্ভোগ কর, এই যার মূলমন্ত্র, সে পশুমানব। যাতে নাম হয়, যাতে যশ হয়, তাই করো, যে কয়দিন বেঁচে আছো প্রতিপত্তি নিয়ে বাস করো, যে কাজে মান-সম্মান বাড়ে না, লোক-প্রশংসা মেলে না, করতালি-ধ্বনি হয় না, তা ভাল হলেও করার গরজ নিরর্থক-এই যার মূলমন্ত্র, সে পশুমানবের চেয়ে কিছু ঊর্ধ্বে, মানে, সে হচ্ছে সাধারণ দানব। মান-স্মান চুলোয় যাক, প্রশংসা-গুঞ্জন স্তব্ধ হোক, দেশ, জাতি, জগৎ—এদের নীরব নিভৃত নিরহঙ্কার সেবাই আমার জীবনের ব্রত, এই যার মূলমন্ত্র, সে দেব-মানব।... যদিও স্বভাবের পথেই মানুষ ক্রমোন্নতির দিকে যেতে বাধ্য। কিন্তু সাধুসঙ্গ ও মহৎ-কৃপায় এই ক্রমোন্নতি দ্রুত হয়। মহতের সংসর্গে ও অনুগ্রহে পশুমানব সাধারণ মানব হয়, সাধারণ মানব দেব-মানব হয়, দেব-মানব পূর্ণমানব হয়। বলাবাহুল্য, পশুমানব থেকে দেবমানবের দিকে মানুষের ক্রমোন্নতির গতিবৃদ্ধির জন্যই স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সরিত্রগঠন আন্দোলনের সৃষ্টি।

তিনি বলেছেন—"রাষ্ট্রিক, আর্থিক, সামাজিক, ধার্মিক ও প্রথাগত যত সব সমস্যা ভারতীয় জীবনকে যেভাবে জ্রবেষ্টনে ধরেছে, তার দিকে তাকিয়ে বিচার করতে গেলে, তার নানা বিচিত্রতা, ক্ষয়িষ্ণুতা এবং সংক্রামকতার প্রকৃত হিসাব নিতে গেলে জাতীয় ভবিষ্যৎ সম্পকে হৃদকম্প উপস্থিত হবারই কথা। আমাদের দেশের হিতচিন্তক মহাপুরুষেরা নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে এই আতঙ্ককর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদিগকে বারংবার সজাগ করে দেবার চেষ্টা করেছেন। ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলি হেলন করে তাঁদরে মধ্যে অধিকাংশই আমাদিগকে আশার বাণী শুনাতে পারেননি। কারণ নিকট অতীত এবং সদ্য বর্তমানকে বিচার করে দেখতে গেলে আশার উদ্দীপনা ঘটা খুবই একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। তথাপি যাঁরা প্রবল বিক্রমে উৎসাহব্যঞ্জক সম্ভাবনা ইঙ্গিতময়ী বাণী পরিবেশন করেছেন, তাঁদের প্রতি আমার মনের সমর্থন সকলের চেয়ে বেশি। সুদূর অতীতের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়গুলির সঙ্গে সুদূর এক ভবিষ্যতের অধিকতর গৌরব ভাস্বর অধ্যায়গুলির সংযোজন হতে পারে, যদি আমরা নয়টি প্রজন্মব্যাপী অর্থাৎ তিনশত বৎসরব্যাপী একটি সাধনার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি এবং এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মানবগোষ্ঠী সমূহের সামুহিক নব-বিবর্তনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে পারি। ইহা কোনো অসাধ্য ব্যাপার নয়, তবে দুঃসাধ্য সুনিশ্চিতই। এখ পুরুষ বা দুই পুরুষে একটা সাধনা অবিচলভাবে চলতে থাকা কঠিন নয়, কিন্তু নয় পুরুষব্যাপী প্রচলন একটা অসাধারণ নিষ্ঠারই ফল। প্রপিতামহের ব্রতনি,ঠা পিতায়, পিতার ব্রতনিষ্ঠা পুত্রে, পুত্রের ব্রতনিষ্ঠা পৌত্রে, পৌত্রের ব্রতনিষ্ঠা প্রপৌত্রে ইত্যাদি করে ধারাবাহিকভাবে একই সাধনাকে চালু রাখা কেবল ব্যক্তিগত রুচিসাপেক্ষ নয়। এর জন্য বংশানুগতভাবে একটা প্রথা সৃষ্টি করা চাই। আমি বংশানুক্রমিক কল্যাণ সাধনায় একান্তই বিস্বাসবান। বংশানুক্রমিকভাবে গার্হস্থ্য জীবনকে ধর্ম-সাধনা বলে গ্রহণ করারর চেষ্টা হয়েছিল বলেই আজ পর্যন্ত আংশকিভাবে হলেও, ভারতীয় গৃহীর জীবন স্বার্থের সঙ্গে পরার্থ ও পরার্থের সঙ্গে স্বার্থের সামঞ্জস্য-বিদান করে চলতে সমর্থ হচ্ছে। বিষাক্ত, বিস্বাদ ও ক্ষতিকর উদ্ভিজ্জকেও যেমন কৌশলী উদ্যান-শিল্পীরা ধারাবাহিক উৎপাদনের দ্বারা কালক্রমে নির্বিষ, সুস্বাদু ও উপকারী আহার্য্যে পরিণত করেছেন, বর্তমান পাপ পঙ্কিল মানব জীবনকেও বংশানুক্রমিক পবিত্রতার সাধনার দ্বারা অকল্যাণলেশহীন ও সর্বমঙ্গলপ্রদ করে তুলতে হবে। স্বভাব-কামুকের বংশধরকেও স্ববাব প্রেমিক করে তোলাবার অব্যর্থ উপায় হচ্ছে বংশানুক্রমিক সৎবৃত্তির অনুশীলন। সুতরাং আজ চাই এমন ব্যবস্থার, যাতে সন্তানেরা পিতা আর মাতার কাছ থেকে স্বভাবতই কতকগুলি শিক্ষার গুণে পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুড়ে পূর্ণরূপে বিকশিত হতে পারে এবং পৈতৃক ও মাতৃলব্ধ ক্ষতিজনক অপকর্ষগুলি শিক্ষা প্রভৃতির প্রবাবে হয় হীনবীর্য্য, নয়, লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। একটা শিশু যে ভবিষ্যতে একজন মহাত্মা হয়, অপর একটা শিশু যে ভবিষ্যতে একটা গুন্ডা বা জুয়াচোর হয় কখনো তার অন্তর্নিহিত মূল কারণ থাকে তার পৈতৃক অধিকারের, কখনো থাকে শিক্ষারও সঙ্গের মাঝে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

হিমালয়ে হিমবাহে, তোমার অসীমে

ইফতেখারুল ইসলাম

নামচে বাজার থেকে অনেকটা চড়াই পেরিয়ে খুমজুং। সেখানে ট্রেকিংয়ের পথ দুই ভাগ হয়ে গেছে। ডান দিকে ইবিসির (এভারেস্ট বেজক্যাম্প) পথ চলে গেছে থিয়াংবোচের দিকে। আর বাঁ দিকে ওপরে উঠে গেছে গোকিও যাওয়ার পথ। সে পথে কিছু দূর যেতেই শেষ হয়ে আসে পাইনবন। ঝাউ ও অন্যান্য ঝোপঝাড়ের সঙ্গে মিশে রয়েছে অসংখ্য ফুলের গাছ। উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রনগুচ্ছ! বেশির ভাগই গোলাপি বা বেগুনি। নিচে দেখে এসেছি, ফুল ঝরে গেছে। কিন্তু এই উঁচুতে মে মাসেও রডোডেনড্রন ফোটার বিরাম নেই।

দুবছর আগে এভারেস্ট বেজক্যাম্প দেখে আসার পর থেকেই বারবার ফিরে যেতে ইচ্ছে করেছে রডোডেনড্রনের কাছে, পাইনবনে, পাথরভরা পার্বত্য পথে। তুষার ঢাকা পর্বতশিখরের কাছাকাছি। বয়স ৬৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পর আবার সেই অসীমের পথে যাত্রার পরিকল্পনা শুরু করি গত বছরের অক্টোবরে। করোনাবন্দী দুটো বছর কাটিয়ে এই বসন্তে আবার হিমালয়ে যাত্রা করব। শেষ পর্যন্ত রোজা ও ঈদের জন্য একটু দেরি হয়ে যায়। ৫ মে করলাম যাত্রা।

তার আগে নেপালের গাইড তেজ ও অন্য বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করেছি, কোন দিকে কত দূর যাব। অন্য পথে হলেও বারবার এভারেস্টের কাছে যেতে চাই। কিছু খোঁজাখুঁজি, কিছু গবেষণার পর স্থির করি, এবার যাব গোকিওতে। ইবিসির সারা পথে এভারেস্ট যেমন দেখা যায়, তার চেয়ে অনেক ভালোভাবে দেখা যায় গোকিও রি থেকে।

গোকিওতে ১৫ হাজার ৫৮৩ ফুট উচ্চতায় চারপাশের পাহাড় আর তুষারাবৃত উঁচু উঁচু পর্বতশিখরের মাঝখানে রয়েছে কয়েকটি লেক। শীতে সেসব লেক জমাট বেঁধে যায়। লেকের বরফ গলতে শুরু করে এপ্রিলে। সেই মোহনীয় দৃশ্য দেখতে ইচ্ছে করে। তা ছাড়া এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় হিমবাহ গোজুমপা আছে এখানেই। গোকিও রির চূড়ায় উঠে দেখা যায় দূরের ও কাছের সব পর্বতশিখর, বিশেষ করে চো ইউ পর্বত। শুনেছি বিশেষ করে সূর্যোদয়ের সময় ওখান থেকে মাউন্ট এভারেস্টের অনেকখানি দেখা যায়। আর দেখা যায় পুমোরি, তাবুচে, চোলাচে ও থামশেরকুর মতো সব চেনা শিখর। কিন্তু গোকিও থেকে গোকিও রির শীর্ষে পৌঁছানো মানে অনেকখানি পর্বতারোহণ। ৫ হাজার ৩৫৭ মিটার। ভাবতে একটুও ভয় করে না। কারণ, এতে আছে অ্যাডভেঞ্চারের হাতছানি।

অ্যামেজিং নেপাল ট্রেক অ্যান্ড এক্সপিডিশনের নির্মলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এই ট্রেক করব বলে স্থির করি। গোকিও রির শীর্ষে উঠতে পারব কি না, পরে দেখা যাবে। আপাতত গোকিও পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। লুকলা থেকে হেঁটে রওনা হয়ে প্রথম ফাকদিংয়ে রাত্রিযাপন। তারপর অ্যাক্লাইমেটাইজেশনের (উচ্চতা, তাপমাত্রাসহ পরিবেশের সঙ্গে শরীরকে মানিয়ে নেওয়া) জন্য দুদিন কাটাতে হয় নামচে বাজারে। নামচে বাজার একটা ছোটখাটো থামেল। কাঠমান্ডুর থামেলের মতোই জামাকাপড়, ট্রেকিংয়ের সরঞ্জাম ও কারুপণ্যের দোকান। আছে ছোট ছোট ক্যাফে ও বার, এমনকি একটা বড়সড় আইরিশ পাব। অল্প একটু জায়গার মধ্যে নানা মানের অনেক লজ। পরের দিন সকালবেলা সেখান থেকে যাত্রা শুরু করতেই ৩০ মিনিটের খাড়া চড়াই। তারপর দেড় ঘণ্টা খানিকটা সমতল, খানিকটা ধীর চড়াই পার হয়ে খুংজুমে পৌঁছে কফি বিরতি নিই। এরপর আবার ৩০ মিনিটের খাড়া চড়াই আর দেড় ঘণ্টার ক্রমাগত উঁচুতে ওঠা শেষ করে দুপুরে খাওয়ার জন্য থামি। সেটা ৩ হাজার ৯৫০ মিটার উচ্চতায় মংলাদাদা নামের একটা জায়গায়। এরপর এক ঘণ্টা খাড়া উতরাই পথে নিচে নেমে যেতে হয়। নেমে যাই একেবারে দুধকোশি নদীর কিনারে। দুধকোশি চমৎকার নাচ জানে। যাত্রাপথে কতবার কত জায়গায় দেখেছি, তবু প্রতিটি জায়গায় নদীটিকে নতুন লাগে। নতুন লাগে তার নৃত্যের প্রতিটি ভঙ্গি। ছোটবড় অসংখ্য পাথরের ওপর সগর্জন ঝাঁপিয়ে পড়া নদীর দুধসাদা উচ্ছল জলধারা দেখি। শুনি তার কলস্বর। এখানে নদীর কাছে পৌঁছানোর আগে একটা বড় ঝরনা দেখে এসেছি। আরেকটু এগোতেই আরও একটা চমৎকার ঝরনা দেখতে পাই। আরও দুই ঘণ্টা হেঁটে ৪ হাজার ১১০ মিটার উচ্চতায় ডোলে পৌঁছাই। প্রায় সারা দিন লেগে গেল। এই যাত্রাপথে এক দিনে এটাই সবচেয়ে দীর্ঘ পথ২৬ হাজার ৫০০ পদক্ষেপ। প্রায় ২০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয় সাত ঘণ্টায়।

পরের দিন ডোলের ইয়েতি ইন থেকে রওনা হয়ে মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টায় পৌঁছে যাই আমাদের পরবর্তী গন্তব্যে। ৪ হাজার ৪৭০ মিটার উচ্চতায় মাছেরমো। তাশিদেল লজ। নামচে বাজার থেকেই শীত বোধ করছিলাম। এখানে তা প্রবল হলো। বিছানায় ইলেকট্রিক কম্বল নেই। বাইরে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে। তারই মধ্যে বিকেলে বেশ খানিকটা হেঁটে উঁচুতে উঠে আবার নেমে আসি। এটাই অ্যাক্লাইমেটাইজেশন হাইক। ব্রিটিশ তরুণ-তরুণীদের ছয়জনের দল, ভারতীয় দুই মেয়ে আর আমিসবাই লাউঞ্জে বসে গল্প করি অনেকক্ষণ। বিকেল থেকেই সেই ঘরে ফায়ারপ্লেস জ্বালানো হয়। সন্ধ্যায় খাওয়ার সময় ঘরটা পুরো গরম হয়ে ওঠে। সবার খাওয়া শেষ হলে ধীরে ধীরে নিভে আসে আগুন। এখানে ওয়াইফাই কাজ করছে না। আমরা যার যার ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

রাতে হাড়কাঁপানো শীত। পরদিন ঘুম ভাঙতেই দেখি চারদিক ভোরের রোদে ঝলমল করছে। উজ্জ্বল নীল আকাশের নিচে হাঁটতে ভালো লাগে। চারপাশে ছোটবড় সব তুষার ঢাকা পর্বতশিখর দেখতে পাই। মাছেরমো থেকে সকালে রওনা হয়ে দুপুরের মধ্যেই পৌঁছে যাই গোকিওতে।

গোকিও পৌঁছানোর ঠিক আগে প্রথম লেক ও দ্বিতীয় লেক। ছোট ঝিল। চারপাশের পাহাড় আর নীল আকাশের পটভূমিতে নির্জন নিঃশব্দ প্রকৃতি আমাদের স্বাগত জানায়। টলটলে জল পান্নার মতো সবুজ। তাতে চারপাশের পাহাড় ও পর্বতশিখরের ছায়া পড়ে। দুপুররোদের সেই রূপবতী লেক দেখে আমি মোহিত হই। তৃতীয় লেকটাই সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে বেশি সুন্দর। লেকের পাড়ে ছোট—বড় বেশ কয়েকটি হোটেল ও লজ। আমাদের থাকার ব্যবস্থা ফিটজরয় হোটেলে। তার প্রতিটি জানালা দিয়ে লেক ও পাহাড় দেখা যায়।

দুপুরের পর থেকেই চারদিক মেঘাচ্ছন্ন। দূরের পর্বতশিখর তো দূরের কথা, কাছের পাহাড়, লেক কিছুই দেখা যায় না। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে। সঙ্গে আছে প্রবল বাতাস। আজ আর হিমবাহ দেখা হলো না। কাল ভোরে গোকিও রির চূড়ায় উঠে পর্বতশিখর দেখার সময় এই হিমবাহের অনেকখানি দেখা যাবে। রাতে ডালভাত খাওয়া শেষে তেজ বলে রাখে, যদি রাতে মেঘ কেটে যায়, আকাশে তারা দেখা যায়, তাহলে আমাকে সে সাড়ে তিনটায় ডেকে দেবে। কয়েক মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে রাতের অন্ধকারেই আমরা যাত্রা শুরু করব। পাহাড়ের গা বেয়ে, পাথর ডিঙিয়ে ওপরে উঠতে আমার সময় লাগবে বেশি। তাই একটু আগে রওনা হলে সূর্যোদয়ের আগেই অনেকটা ওপরে উঠে যেতে পারব। ভোরের প্রথম আলোয় দেখতে পারব মাউন্ট এভারেস্টসহ অন্য সব পর্বতশিখর।

প্রতিদিন রাত ৯টার মধ্যে আমরা ঘুমাতে যাই। কয়েকবার ঘুম ভাঙলেও ভোর ছয়টার আগে পর্যাপ্ত ঘুম হয়ে যায়। আজও তেমনি রাত নয়টায় শুয়ে পড়েছি। রাত একটু গভীর হওয়ার পর ঘুম ভ

রাজনৈতিক সংকট নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা পিটিশনের শুনানি হবে ২৯ জুন

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি. স.) : মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক সঙ্কট নিয়ে কংগ্রেস নেত্রী জয়া ঠাকুরের আবেদনের ভিত্তিতে ২৯ জুন সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হবে। পিটিশনে সরকার পতনের জন্য পদত্যাগ করা বিধায়কদের ৫ বছরের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে। আবেদনে রাজনৈতিক সংকট উল্লেখ করে অবিলম্বে হস্তক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে।জয়া ঠাকুর এই আবেদনে বলেছেন, ২০২১ সালে তিনি একটি পিটিশন দায়ের করেছিলেন যে কীভাবে দলত্যাগ বিরোধী আইনকে অমান্য করে সরকারকে পতন করা হচ্ছে। বিধানসভা থেকে পদত্যাগকারী বিধায়করা নতুন সরকারে মন্ত্রী হন। তারপর সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে নোটিশ জারি হলেও এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জবাব আসেনি।

জয়া ঠাকুরের দায়ের করা ওই পিটিশনে দাবি করা হয়েছে, সংবিধানের ১৯১(১)(ই) অনুচ্ছেদ এবং দশম তফসিল কার্যকর করা হবে। আবেদনে বলা হয়েছে, বিধায়কদের বিধানসভার মেয়াদ পর্যন্ত উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বন্ধ করা উচিত, কেননা তারা নির্বাচিত হয়েছেন। শাসক দলের বিধায়করা পদত্যাগ করেন এবং পরে অন্য দলের সরকার গঠনে সহযোগিতা করেন। সেই বিধায়কদের নতুন সরকারে মন্ত্রী পদও দেওয়া হয় এবং আবার উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য টিকিটও দেওয়া হয়।

১০০ দিনের মজুরির দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

পুরুলিয়া, ২৪ জুন (হি. স.) : ১০০ দিনের মজুরির দাবিতে পথে বসলেন শ্রমিকেরা। শুক্রবার পুরুলিয়া শহরের কোর্ট কম্পাউন্ড মোড়ে বিক্ষোভ সমাবেশে শামিল হয় পশ্চিমবঙ্গ খেত মজুর সমিতি।জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শ্রমিকেরা মিছিল করে সভাস্থলে উপস্থিত হন। সেখান থেকে মিছিল পুরুলিয়া শহরের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করে মিছিলটি তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটি অংশ জেলাশাসকের দফতরে, আর একটি অংশ যায় পুরুলিয়া জেলা পরিষদ অফিসে। মিছিলের শেষ অংশ পুরুলিয়া-রাঁচি জাতীয় সড়কের উপরে সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতর বাড়ির সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে।

তাঁদের দাবি, প্রায় ৬ মাস ধরে রাজ্যের ১০০ দিনের কাজ করেও বকেয়া পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না। এই নিয়ে এর আগেও মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেন। শাসকদলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জেলায় প্রতিবাদ হয়েছে। কিন্তু মিছিলে হাঁটা শ্রমিকরা কেউ তাঁদের বকেয়া টাকা পাননি। তাই শ্রমিকদের নিয়ে এদিন বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে পশ্চিমবঙ্গ খেত মজুর সমিতি। সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য অনুরাধা তলোয়ার বলেন, আমরা শ্রমিকদের বকেয়া মজুরির দাবি করছি। এর জন্য কেন্দ্র-রাজ্য দুই সরকারই দায়ী।কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে দুর্নীতির কথা বলা হচ্ছে, হিসেব দেওয়া হয়নি বলেও শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? তিন বছর ধরে যদি কোনও সরকার হিসেব না দিয়ে থাকে, তার জন্য শ্রমিকরা দায়ী হতে পারে না।

‘অগ্নিবীররা পেনশন না পেলে আমারটাও ছেড়ে দেব’, বরুণ গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি. স.) : অস্বস্তি বাড়িয়ে ফের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হলেন বরুণ গান্ধী। বিজয় মালিয়ার মতো শিল্পপতিদের দেশ ছাড়াই হোক কিংবা ঋণের চাপে কৃষকদের আত্মহত্যার মতো ইস্যু- বারবার মোদী সরকারকে খোঁচা দিয়েছেন তিনি। এবার ‘অগ্নিপথ’ নিয়েও একই ভাবে সরব হলেন বিতর্কিত সাংসদ। অগ্নিবীরদের পেনশনের দাবিতে সোচ্চার হয়ে বরুণ জানালেন, অগ্নিবীরদের জন্য পেনশন চালু না হলে তিনিও পেনশন ছেড়ে দেবেন। শুক্রবার তিনি টুইটারে লেখেন, ”স্বল্পমেয়াদি সেবাকাজে নিযুক্ত অগ্নিবীররা যদি পেনশনের যোগ্য না হন, তাহলে জনপ্রতিনিধিদের এই ‘সুবিধা’ দেওয়া হবে কেন? রাষ্ট্রের রক্ষাকারীদের পেনশনের অধিকার না দিলে আমিও আমার পেনশন ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। বিধায়ক/ সাংসদরা কি নিজেদের পেনশন ছেড়ে দিয়ে এটা নিশ্চিত করতে পারেন না যে, অগ্নিবীরদের পেনশন দিতে হবে।”উল্লেখ্য, দেশজুড়ে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি হয়েছে সেনায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে।ইতিমধ্যেই ১১ বার অগ্নিপথের বিভিন্ন নিয়মে বদল করেছে কেন্দ্র। প্রথম সারির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তিন সেনাপ্রধান সকলেই অগ্নিপথের সুফল বোঝাতে মাঠে নেমেছেন।

২ বিদ্যুৎ সংস্থার জিএম এবং এমডি-র বেতন বন্ধের নির্দেশ হাই কোর্টের

কলকাতা, ২৪ জুন (হি. স.) : বকেয়া ডিএ নিয়ে এবার রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমকে তীব্র ভর্ৎসনা করল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের নির্দেশ মেনে কর্মীদের বকেয়া ডিএ না মেটানোয় এবার বিদ্যুৎ নিগমের তিন কর্তার বেতন বন্ধের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি রাজশেখর মান্থা। একই সঙ্গে শুক্রবার তাঁর মন্তব্য, ’ডিএর টাকা কি বাদামভাজা খাওয়ার জন্য দিতে বলা হয়েছে নাকি?’দিন সাতেক আগেই সম্ভাবনাটা বোঝা গিয়েছিল। রাজ্যের দুই বিদ্যুৎ সংস্থার সিএমডি এবং দুই জেনারেল ম্যানেজারের বেতন বন্ধের নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এই নির্দেশ দিয়ে বলেন, ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে জানাতে হবে কেন আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও রাজ্যের দুই বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মীদের ২০১৯ পর্যন্ত প্রথম ডিএ-র কিস্তি দেওয়া হলেও ২০২০ সালের পর থেকে ডিএ দেওয়া হয়নি ?

আগামী ১৫ জুলাই পর্যন্ত বেতন বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি রাজা শেখর মন্থা। এর মধ্যে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী টাকা দেওয়া হলে বেতন বন্ধের নির্দেশ প্রত্যাহার করা হবে। অভিযোগ, ২০১৯ এবং ২০২০ সালের বকেয়া ডিএ-র এক পঞ্চমাংশ কর্মীদের দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা না দিয়ে শুধু ২০১৯ সালের বকেয়ার এক পঞ্চমাংশ দেওয়া হয়েছে। ২০২০ সালের নতুন রোপা রুল অনুযায়ী বকেয়া ডিএ হিসাব করে তার এক পঞ্চমাংশ কেন দেওয়া হল না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আদালত।

বিচাপতির মন্তব্য, বাদাম খাওয়ার টাকা দিয়েছেন নাকি? যতদিন নির্দেশ না মানা হচ্ছে আধিকারিকদের বেতন বন্ধ থাকবে। হিসাব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, দুই বছরের বকেয়ার এক পঞ্চমাংশ মামলাকারীর পাওয়ার কথা ছিল। যা ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তার বদলে তিনি পেয়েছেন মাত্র ১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা।২৩ জুনের মধ্যে রাজ্যের দুই বিদ্যুৎ সংস্থার প্রায় ২০ হাজার কর্মীর বকেয়া ডিএ-র পাঁচ ভাগের এক ভাগ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। গত শুক্রবার আদালত অবমাননার মামলায় এই নির্দেশ দেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা।বিচারপতি রাজশেখর মান্থা বলেন, ’এখানে কর্মীদের টাকা, তাদের রুটি রুজি। আন্দামানে একটা সংস্থার কর্মীদের বকেয়া মিটিয়ে ছিলাম কোম্পানির সম্পত্তি বিক্রি করে। কারণ কর্মীরা কাঁদছে। টাকার জন্য কাঁদছে, ভাবতেও অবাক লাগে। যা টাকা দিয়েছে তাতে বাদাম খাওয়াও হয় না।’একইসঙ্গে বিচারপতির মন্তব্য, ’কর্মীরাও মানুষ। তাদের ছাড়া সংস্থা হয় না। তাঁদের ঠিকমতো ব্যবহার করুন।’

নির্ধারিত দিনেই জিটিএ ভোট, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাই কোর্ট

কলকাতা, ২৪ জুন (হি. স.) : জিটিএ নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করল না আদালত। ভোট ও ফল ঘোষণায় কোনও বাধা নেই বলেই জানালেন হাই কোর্টের বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য্য। অর্থাৎ ২৬ তারিখই হবে প্রস্তাবিত নির্বাচন।জিটিএ নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেছিল জিএনএলএফ। তাঁদের দাবি ছিল, সংবিধান সংশোধন না করে এই নির্বাচন করা যাবে না। কারণ সংবিধান সংশোধন না করেই ২০১১ সালে জিটিএ তৈরি করা হয়েছিল। ফলত পুরনো ভোট প্রক্রিয়াকেই অবৈধ বলে দাবি করা হয়। এই মামলায় হাই কোর্টের তরফে বলা হয়, নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আদালতের হস্তক্ষেপ উচিত নয়। শুক্রবার সেই মামলার রায় দিল আদালত।

এদিন বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য্য বলেন, “জিটিএ নির্বাচনে কোনও বাধা নেই। নির্ধারিত দিন অর্থাৎ ২৬ জুনই নির্বাচন হবে। ফলাফল ঘোষণার ক্ষেত্রেও কোনও রকম বাধা থাকছে না।” তবে সংবিধান সংশোধন নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে, সেটা খতিয়ে দেখবে আদালত।প্রসঙ্গত, ১৯৮৮ সালে তৈরি হয়েছিল গোর্খা হিল কাউন্সিল। সংবিধানে বিষয়টা সংযোজন করা হয়েছিল। ২০১১ সালে রাজ্য সরকার তৈরি করে জিটিএ (গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)। সংবিধান সংশোধন না করেই এটা করা হয় বলে অভিযোগ। জিএনএলএফের দাবি ছিল, এভাবে নির্বাচন করা যায় না। এদিকে রাজ্যের দাবি ছিল, অন্যান্য প্রশাসনের মতোই জিটিএ নির্বাচনও রাজ্যের দায়িত্ব।

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন (হি.স.): অবিরাম বৃষ্টি চলছে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায়। পাহাড়ি রাস্তা ধীরে ধীরে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে শুরু করে কিছু জায়গায় রাস্তাও ধসে গিয়েছে।এর ফলে শুক্রবার বাতিল হয়ে গেলে টয়ট্রেন পরিষেবা। এদিন সকাল ১০ টা নাগাদ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন ছেড়ে টয়ট্রেন শিলিগুড়ি জংশনে দাঁড়ানোর পর জানানো হয়, টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ থাকছে। রেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানা গিয়েছে, দার্জিলিং যাওয়ার রংটং ও তিন ধারিয়ার মাঝখানে বড়সড় ধস নামায় বন্ধ জাতীয় সড়ক। টয়ট্রেনের লাইনের উপর সেই ধস পড়ায় বন্ধ করা হয়েছে পরিষেবা। তবে ধস সত্ত্বেও স্বাভাবিক রয়েছে সড়কে যোগাযোগ। টয়ট্রেন বন্ধ হওয়ার হতাশ পর্যটকদের অনেকেই।

ভোটের মুখে জল থইথই শিলিগুড়ি, কপালে ভাঁজ প্রার্থীদের

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন (হি. স.) : ২৬ জুন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ নির্বাচন। তার আগে বর্ষার শুরুতেই নিকাশি-সমস্যায় অস্বস্তিতে প্রার্থীদের অনেকেই। কারণ, জল থইথই শিলিগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা। জলযন্ত্রণার শিকার বাসিন্দারা ক্ষোভে বলছেন, নেতাদের গালভরা প্রতিশ্রুতিই সার। দু’দশকেরও বেশি সময় ধরে বেহাল দশা নিকাশি ব্যবস্থার। তাই শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের আসন্ন নির্বাচনে অনেকেই ভোট দিতে আগ্রহী নন।

বৃষ্টি এলেই জলের তলায় চলে যায় শিলিগুড়ির বহু এলাকা। অভিযোগ, বছরের পর বছর একই ভোগান্তি হয় বাসিন্দাদের। এ বারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বৃহস্পতিবারের রাতের বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়েছে শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বহু এলাকা।স্থানীয় প্রশাসনের ওপর ক্ষোভ বাড়ছে বাসিন্দাদের।জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের নেতাজি পল্লি, রবীন্দ্র পল্লি, পশ্চিম সহোদর গঞ্জ, পূর্ব মিলন পল্লি, আমবাড়ি, কাজিগঞ্জ-সহ বহু এলাকা জলমগ্ন। গত সপ্তাহের রবিবার রেকর্ড বৃষ্টির পর খানিকটা রেহাই মিললেও বৃহস্পতিবার রাত থেকে শিলিগুড়িতে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে বাড়ছে। কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে জল জমে যায় গোটা এলাকায়। অনেকের বাড়িতে ঘরে জল ঢুকতে থাকে। তাঁদের রাত কেটেছে আতঙ্কে।অনেকের দিন কাটছে শুকনো খাবার খেয়ে। এলাকার এক ভুক্তভোগী উষা সিংহ বলেন, “রাত থেকে কষ্টের মধ্যে রয়েছি। প্রতি বার বর্ষায় একই পরিস্থিতি হয়। বিভিন্ন এলাকার নোংরা, আবর্জনার জল এসে ঢুকছে ঘরে। সাপ-ব্যাঙ ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। গোটা এলাকার রাস্তার কল জলে ডুবে রয়েছে। ড্রেনের কোনও ব্যবস্থা নেই। নেতারা শুধুই প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু কোনও কাজ হয় না। ঘরে রান্নাবান্না বন্ধ। শুকনো খাবার খেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। এ বার আমরা ভোট দেব না।”

আর এক বাসিন্দা রিয়া দাসের দাবি, “বিয়ের পর থেকে ২৬ বছর ধরে এখানে রয়েছি। পরিস্থিতিতে বদল ঘটেনি। প্রশাসন খানিকটা কাজ করেছিল। কিন্তু অনেকেই নিকাশির জন্য নিজেদের জমি ছাড়তে নারাজ। কাজেই ড্রেনের কাজও আটকে রয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিকাশির কাজ করতে এলে বচসা বেধে যায়।” যদিও তিনি বলেন, “সমস্যা সত্ত্বেও ভোট দেব। কিন্তু এই অব্যবস্থার সমাধানের জন্য প্রশাসনকে অনুরোধ করব।”স্থানীয়দের সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ভোটপ্রার্থীরা। সমস্যা সমাধানের আশ্বাসও দিয়েছেন তাঁরা। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিদায়ী বিরোধী দলনেতা তথা খড়িবাড়ি ৫ নম্বর নির্বাচন কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কাজল ঘোষ জানান, “নিকাশির সমস্যা রয়েছে। তবে সে কাজ এসজেডিএ থেকে করানোর উদ্যোগী হয়েছিল প্রশাসন। কিছুটা কাজও হয়েছিল। তবে অনেকেই নিজেদের জমি ছাড়তে নারাজ। ফলে নিকাশির কাজ শেষ হয়নি।

হজ করতে যাবেন, ভারতের বিরুদ্ধে আদিল রশিদকে পাবে না ইংল্যান্ড

লন্ডন, ২৪ জুন (হি.স.) : ভারতের বিরুদ্ধে এক দিনের এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলবেন না ইংরেজ স্পিনার আদিল রশিদ। হজ করতে যাবেন বলে ক্লাব ইয়র্কশায়ারের হয়েও কিছু ম্যাচ খেলতে পারবেন না তিনি। ব্রিটিশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে রশিদকে হজ যাত্রার জন্য ছুটি দেওয়া হয়েছে।

হজ করে রশিদের ইংল্যান্ডে ফিরতে জুলাইয়ের মাঝামাঝি। ইংরেজ স্পিনার বলেন, “বেশ কিছু দিন ধরেই ভাবছিলাম হজে যাব। কিছুতেই সময় পাচ্ছিলাম না। এই বছর মনে হল, আমাকে যেতেই হবে। বোর্ডের সঙ্গে কথা বলি, ক্লাবের সঙ্গে কথা বলি। ওরাও রাজি আমাকে ছাড়তে। দু’সপ্তাহের জন্য আমি এবং আমার স্ত্রী যাব।” দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের আগে ফিরবেন রশিদ।তাঁর কাছে হজ করতে যাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছেন রশিদ। তিনি বলেন, “আমার কাছে এটা বিরাট মুহূর্ত। প্রতিটা ধর্মেই কিছু বিশ্বাস থাকে। ইসলাম ধর্মে মুসলিমদের জন্য হজ একটা বিরাট জিনিস। বয়স থাকতে থাকতে, শরীরে জোর থাকতে থাকতে হজ করে নেওয়া উচিত। আমি নিজের কাছে দায়বদ্ধ হজ করতে যাওয়ার বিষয়ে।”ভারতের বিরুদ্ধে এক দিনের এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাওয়া যাবে না রশিদকে। ৭ থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত চলবে এই দু’টি সিরিজ। অনেকেই বলছেন, ভারতের মতো কঠিন সিরিজের সময়ই রশিদের হজ করতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঠিক হয়নি। রশিদ বলেন, “আমার কখনও মনে হয়নি যে, ভারতের বিরুদ্ধে খেলা রয়েছে, এখন হজ করতে যাব না। আমার সব সময় মনে হয়েছে আমার যাওয়া উচিত। কোন দলের বিরুদ্ধে সিরিজ রয়েছে সেটা নিয়ে ভাবিনি। আমি ক্লাব এবং বোর্ডের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা খুব সহজেই বুঝেছে। দেশ এবং ক্লাবকে যখন পাশে পেয়েছি, তখন তো আর চিন্তা নেই।

২৬-২৭ জুন জার্মানি সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি.স.): আগামী ২৬-২৭ জুন জার্মানি সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ স্কোলজের আমন্ত্রণে সে দেশে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অংশ নেবেন জি-৭ শিখর সম্মেলনে। জার্মানির শ্লোস এলমাউ-তে আয়োজিত হতে চলেছে এই বছরের জি-৭ শীর্ষ সম্মেলন। জার্মানি ছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতেও যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জার্মানিতে থাকাকালীন প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও মোদী মিলিত হবেন।’

শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে বিদেশ সচিব বিনয় কোয়াত্রা জানিয়েছেন, জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ স্কোলজের আমন্ত্রণে, প্রধানমন্ত্রী জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে ২৫ জুন মধ্যরাতে শ্লোসে যাত্রা করবেন। ভারত ছাড়াও, জার্মানি আর্জেন্টিনা, ইন্দোনেশিয়া, সেনেগাল এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছে জার্মানি। জার্মানির পৌরহিত্যে এবার আয়োজিত হচ্ছে জি-৭ শীর্ষ সম্মেলন। বিদেশ সচিব জানিয়েছেন, জার্মানিতে সফরের সময়, জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের পাশাপাশি অতিথি দেশগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক এবং আলোচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। জার্মানিতে বসবাসরত প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও মিলিত হবেন প্রধানমন্ত্রী।

বিদেশ সচিব বিনয় কোয়াত্রা আরও জানিয়েছেন, জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের পর, প্রধানমন্ত্রী ২৮ জুন সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে যাবেন, সেখানে শেখ খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি সংযুক্ত আরব আমিরশাহির নতুন প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানকে অভিনন্দন জানাবেন প্রধানমন্ত্রী। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে এটিই হবে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম বৈঠক।

ভারতে প্রতিভা আছে, কিন্তু সেই দক্ষতাকে সাহায্য করার জন্য সঠিক ব্যবস্থা নেই

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি.স.): ভারতে প্রতিভা আছে, কিন্তু সেই প্রতিভা ও দক্ষতাকে সাহায্য করার জন্য সঠিক ব্যবস্থা নেই। উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবার দিল্লি সরকারের ”মিশন এক্সিলেন্স স্কিম”-এর অধীনে ক্রীড়াবিদদের অভিনন্দন জানান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

এই অনুষ্ঠানে কেজরিওয়াল বলেছেন, ’প্রথমত, ক্রীড়াবিদদের অর্থের অভাব রয়েছে, দ্বিতীয়ত ক্রীড়া পরিকাঠামোর অভাব এবং তৃতীয়ত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে ক্রীড়াবিদরা এগিয়ে যেতে পারছেন না।’ কেজরিওয়াল আশ্বাস দিয়েছেন, ’আমরা দিল্লিতে এই তিনটি ত্রুটি দূর করছি।’ ”মিশন এক্সিলেন্স স্কিম” প্রসঙ্গে কেজরিওয়াল এদিন বলেছেন, ’প্রথম বছরের মিশন এক্সিলেন্স স্কিম-এ আমরা ১১৭ জন খেলোয়াড়কে সাহায্য করেছি। আজ ৬০ জন খেলোয়াড়কে ৯.৫ কোটি টাকার চেক বিতরণ করা হয়েছে। কাকে কত আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে তা ঠিক করে চারজন ক্রীড়াবিদদের কমিটি, এতে কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নেই।’কেজরিওয়াল এদিন আরও বলেছেন, ’একজন খেলোয়াড় প্রথম পদক না জেতা পর্যন্ত সরকার সাহায্য করে না। পদক জেতার পর সবাই সাহায্য করতে আসে। অনেক ক্রীড়াবিদ প্রতিভাবান কিন্তু দরিদ্র পরিবার থেকে আসে। খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ যাতে অর্থের অভাবে বন্ধ না হয় সেজন্য মিশন এক্সিলেন্স শুরু করা হয়েছিল।’

শিন্দে গোষ্ঠীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন মহারাষ্ট্র বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার

মুম্বই, ২৪ জুন (হি. স.) : শিবসেনার বিদ্রোহী নেতা একনাথ শিন্ডে নিজেকে শিবসেনার আইনসভা দলের নেতা এবং ভারত গোগাভালেকে চিফ হুইপ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাবকে শুক্রবার মহারাষ্ট্রের ডেপুটি স্পিকার নরহরি ঝিজওয়াল প্রত্যাখ্যান করেছেন।ঝিজওয়াল শিবসেনা বিধায়ক অজয় চৌধুরীকে আইনসভা দলের নেতা এবং সুনীল প্রভুকে চিফ হুইপ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এদিকে, শিবসেনা আজ ফের শিন্দে গোষ্ঠীর আরও পাঁচজন বিধায়কের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। এইভাবে, শিবসেনা এখনও পর্যন্ত শিন্দে গোষ্ঠীর ১৭জন বিধায়কের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছে। শিবসেনার দায়ের করা ১৭জন বিধায়কের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদনের শুনানির জন্য নরহরি ঝিজওয়াল বিধানসভা সচিবকে আদেশ পাঠিয়েছেন। এর আওতায় এই ১৭ জন বিধায়কের শুনানি হবে অনলাইনে।

প্রসঙ্গত, শিবসেনা সাংসদ অরবিন্দ সাওয়ান্ত বৃহস্পতিবার ডেপুটি স্পিকারের কাছে বিদ্রোহী বিধায়ক একনাথ শিন্ডে সহ ১২ জন বিধায়কের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন করেছিলেন। এর পরে, একনাথ শিন্ডে, শিবসেনার ৩৭ জন বিধায়কের সমর্থনের চিঠির ভিত্তিতে তাঁকে শিবসেনা আইনসভা দলের নেতা এবং বিধায়ক ভারত গোগাভালেকে চিফ হুইপ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানান। ঝিজওয়াল দু”দিন আগে অজয় চৌধুরীকে শিবসেনা আইনসভা দলের নেতা এবং সুনীল প্রভুকে চিফ হুইপ হিসাবে অনুমতি দিয়েছিলেন।

অবতরণের সময় দুর্ঘটনার কবলে কার্গো প্লেন, নিহত ৩

মস্কো, ২৪ জুন (হি. স.) : রাশিয়ায় অবতরণের সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল কার্গো প্লেন। ঘটনায় নিহত হয়েছে তিনজন। ঘটনায় হতাহত হয়েছে ৯ জন। জানা গেছে, শুক্রবার সকালে রাশিয়ার রিয়াজান শহরের কাছে অবতরণের সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি কার্গো প্লেন। কার্গো প্লেনটি ইল্যুশিন আইএল-৭৬ মডেলের। অবতরণের সময় প্লেনটি বিধ্বস্ত হয়ে তাতে আগুন ধরে যায়।এ ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছে। ঘটনায় ৯ জন হতাহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওই প্লেনটি কোন সংস্থা পরিচালনা করেছিল তা এখনও স্পষ্ট নয় বলেও জানানো হয়েছে।

কার্তি চিদম্বরমের আগাম জামিনের আবেদনের শুনানি

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি. স.) : চিনা নাগরিকদের ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে ঘুষ নেওয়ার মামলায় শুক্রবার দিল্লি হাইকোর্টে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদম্বরমের ছেলে কার্তি চিদাম্বরমের আগাম জামিনের আবেদনের শুনানি হবে। গত ৮ জুন শুনানির সময় সিবিআইয়ের পক্ষে এএসজি এসভি রাজু এবং কার্তি চিদাম্বরমের পক্ষে আইনজীবী কপিল সিবাল যুক্তি দেন। এর আগে ৩ জুন রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত কার্তির আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করেছিল।

সিবিআই সূত্রে খবর, ১৪ মে পি চিদাম্বরমের বাসভবনে তল্লাশির পরে মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়েছিল। কার্তি চিদাম্বরমের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ৫০ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার পরে ২৫০ চিনা নাগরিকের জন্য ভিসা সহজতর করার অভিযোগ রয়েছে। সিবিআই অনুসারে, তালওয়ান্দি সাবো পাওয়ার লিমিটেড (টিএসপিএল) বেল টুলস লিমিটেডকে ৫০ লক্ষ টাকা দিয়েছে।

ভূমিকম্পে মৃত্যু বেড়ে ১,১৫০ ক্ষতিগ্রস্ত ৩ হাজারের বেশি

কাবুল, ২৪ জুন (হি.স.): আফগানিস্তানে বিধ্বংসী ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১,১৫০-এ পৌঁছেছে। গত বুধবারের ৬.১ তীব্রতার ভূমিকম্পে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১,৬০০ জন। আহতদের মধ্যে এক হাজারের বেশি মানুষের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক। এখনও বহু মানুষ ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।গত ২২ জুন, বুধবার ৬.১ তীব্রতার ভূমিকম্পে লন্ডভন্ড আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাংশ। মাটিতে মিশে গিয়েছে বহু ঘর-বাড়ি। নিহতদের বেশিরভাগই পাকতিকা প্রদেশের বাসিন্দা। পাকতিকা প্রদেশের গিয়ান, নাকা, বারমাল ও জারোকি ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত। নানগড়হার এবং খোস্ত প্রদেশেও ভূমিকম্পে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। ৩৮ মিলিয়ন জনসংখ্যার দেশটিতে ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে, ভূমিকম্পে হাজার হাজার মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন। ভূমিকম্পে প্রায় ৩ হাজার ঘর-বাড়ি ধ্বংস বা খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ভিএল-এসআরএসএএম-এর পরীক্ষায় সাফল্য পেল ডিআরডিও

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি.স.): আরও শক্তি বাড়ল ভারতীয় নৌবাহিনীর। শুক্রবার ভার্টিক্যাল লঞ্চ শর্ট রেঞ্জ সারফেস টু এয়ার মিসাইল (ভিএল-এসআরএসএএম)-এর পরীক্ষায় সাফল্য পেয়েছে ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও) এবং ভারতীয় নৌবাহিনী। ওডিশার চাঁদিপুর উপকূলে ভারতীয় নৌ জাহাজ থেকে উৎক্ষেপণ চালানো হয়।ডিআরডিও জানিয়েছে, কম দূরত্বের লক্ষ্য বস্তুতে নিখুঁত আঘাত করতে পারে ভিএল-এসআরএসএএম। আকাশপথে বিভিন্ন ধরনের হামলা নিরস্ত্র করতে সক্ষম ভিএল-এসআরএসএএম। পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণটি ডিআরডিও এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল।

রাজ্যগুলিকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে বিজেপি : তেজস্বী যাদব

পাটনা, ২৪ জুন (হি.স.): যেনতেন প্রকারে অ-বিজেপি শাসিত র

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

পায়ের আকার বলে দেবে আপনি কেমন মানুষ

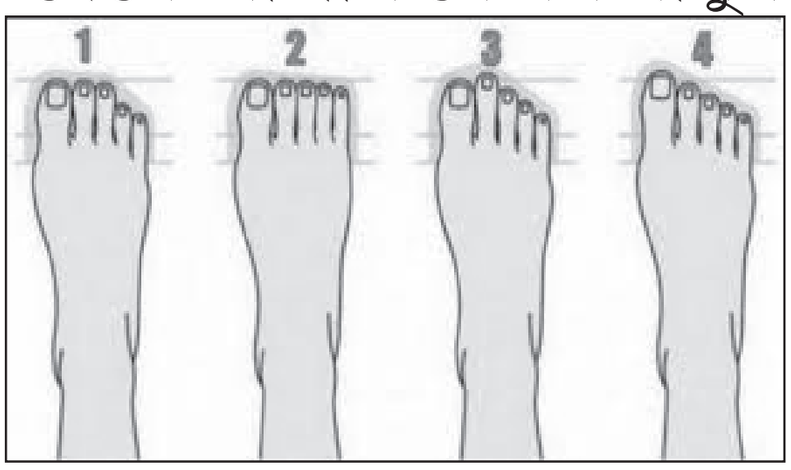

এক এক জনের পায়ের গঠন এক এক রকম। তবে আপনার পায়ের আঙুল ব্যক্তিত্বের বিশেষ প্রকাশ। বহু দিন আগে থেকেই বিভিন্ন দেশে এই নিয়ে বিশেষ চর্চা ও গবেষণা হয়ে আসছে। পৃথিবীতে যত মানুষ আছেন, তাদের পায়ের আকার প্রধানত চার ধরনের।

১) রোমান পা
২) পিজেন্ট বা বর্গাকার পা
৩) গ্রিক পা
৪) মিশরীয় পা

১) রোমান পা

এই ধরনের পায়ের আঙুলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বুড়ো আঙুল থেকে পর পর তিনটি আঙুল একই মাপের হয়ে থাকে এবং বাকি দুটো আঙুল ক্রমান্বয়ে ছোট হতে থাকে। এঁদের ব্যক্তিত্ব ও দেহের আকার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকে। এঁরা জন্মগত ভাবেই ঘরের থেকে বাইরের জীবনে বেশি সময় দেন। এঁরা বেশ অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়, ভ্রমণকারী ও আবিষ্কারক প্রকৃতির হয়ে থাকেন। এই ধরনের মানুষরা প্রতিকূল পরিবেশে মানিয়ে নিতে ও নতুন সংস্কৃতিও আপন করে নিতে পারেন।

২) গ্রিক পা

এই ধরনের পায়ের বৈশিষ্ট্য, বুড়ো আঙুলের পর যে দ্বিতীয় আঙুলটি আছে, সেই আঙুলটি পায়ের সব আঙুলের থেকে আকারে বড় হয়। সারা পৃথিবীর যত মানুষ আছেন, তার প্রায় ১৩ শতাংশ এই পায়ের অধিকারী। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত মানুষ সবার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারেন। বিভিন্ন গবেষণা ও পরিসংখ্যা দেখা যায় এঁদের বুদ্ধি এবং আইকিউ অন্যদের চেয়ে বেশি। এই ধরনের পায়ের অধিকারী মানুষেরা খুব আবেগপ্রবণও হয়ে থাকেন।

৩) মিশরীয় পা

পরিসংখ্যান বলছে, শতকরা ৫৫ ভাগ মানুষ এই জাতীয় পায়ের অধিকারী হয়ে থাকেন। এই পায়ের বৈশিষ্ট্য হল এই ধরনের পায়ে বুড়ো আঙুল সব আঙুলের চেয়ে বড়। তার পর ক্রমান্বয়ে আঙুলগুলি ছোট হতে থাকে। সাধারণত প্রকৃতিগত ভাবে পায়ের এমন বৈশিষ্ট্যযুক্ত মানুষেরা খুব চাপা স্বভাবের হয়ে থাকেন। অন্যের দ্বারা খুব কম প্রভাবিত হন। সৃষ্টিশীল কাজেও জড়িত থাকেন এই ধরনের মানুষেরা।

৪) পিজেন্ট বা বর্গাকার পা

এই পায়ে পর পর পাঁচটি আঙুল একই মাপের হয়ে থাকে। ফলে পা দেখতেও খানিক বর্গাকার লাগে। এই ধরনের পায়ের অন্য একটি নাম হল পিজেন্ট পা। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত পায়ের অধিকারী মানুষেরা অত্যন্ত উপকারী হয়ে থাকেন। খুব স্পর্শকাতর প্রকৃতিরও হয়ে থাকেন। ধৈর্যশীল, বাস্তববাদী হন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত খুব দ্রুততার সঙ্গে নিতে পারেন।

আপনি কি মাইগ্রেনের যন্ত্রণায় কাবু

তীব্র মাথা ব্যাথা। অনেক সময় ব্যাথায় চোখ দিয়ে জল পড়ে। বন্ধু -বান্ধবদের সঙ্গে প্ল্যান করেছেন ঘুরতে বেরোবেন, কিংবা খুব গুরত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে বসেছেন বা প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটাতে চান। কিন্তু বাঁধ সাধছে এই মাইগ্রেনের ব্যথা।

এই রকম সমস্যা আপনার একার নয় আপনার আশেপাশে অনেকেই ভুগছেন এই রোগে।

এই অসহ্য মাথা যন্ত্রণা থেকে অনেকেরই বমি ভাব দেখা দেয়। তবে আপনি জানেন কি এই মারাত্মক সমস্যা থেকে মুক্তির উপায়? ঘুম, শুধুমাত্র পর্যাপ্ত ঘুমেই সারবে মাইগ্রেনের সমস্যা, এমনটাই দাবি গবেষকদের।

সম্প্রতি একদল আমেরিকান গবেষকের সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক জার্নাল ''নিউরোলজি''-তে। সেই রিসার্চের মূল বিষয়ই ছিল মাইগ্রেন। গবেষকদের মতে, মাইগ্রেনের অন্যতম সমাধান হতে পারে একমাত্র ঘুম। হ্যাঁ, আপনি হয়তো ভাবছেন আপনি তো ঠিকই ঘুমান তাও কেন মুক্তি মেলে না এই সমস্যা থেকে।

তবে গবেষণা বলছে, মাইগ্রেন আক্রান্তদের মধ্যে অধিকাংশেরই ঘুম হয় না পর্যাপ্ত। শুধু বিছানায় শুয়ে থাকালেই কিন্তু ঘুম হয় না, অন্তত আট ঘণ্টা টানা ঘুমই দিতে পারে মাইগ্রেনের এই সমস্যা থেকে মুক্তি এমনটাই মত মার্কিন গবেষকদের। এই গবেষণার জন্য অন্তত ৯৮ জন প্রাপ্তবয়স্ককে নিয়ে একটি সমীক্ষাও চালিয়েছিলেন গবেষক দল। আর এর থেকেই মিলেছে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ফলাফল।

এই ৯৮ জনের মধ্যে বেশির ভাগেরই জীবনে দেখা গিয়েছে ঘুমের অভাব আর সেই জন্যই তাদের নাজেহাল করে ছেড়েছে মাইগ্রেন। আর মাইগ্রেনের কামড় যে কতটা ক্ষতিকর, সেটা বলার দরকার পরে না। কাজেই, এবার চেষ্টা করুন নিশ্চিন্তে ঘুমানোর আর দূরে রাখুন মাইগ্রেন নামের সমস্যাকে।

কাঁঠালের বীজ খেলে শরীরে কি কি ঘটে তা জানুন

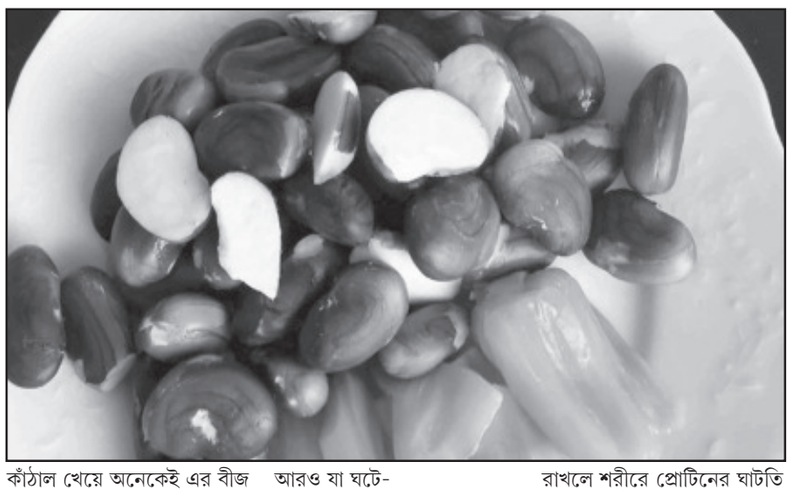

কাঁঠাল খেয়ে অনেকেই এর বীজ ফেলে দেন। তবে জানলে অবাক হবেন, এই বীজ বিভিন্ন পুষ্টিগুণে ভরপুর। কাঁঠাল বীজে প্রোটিন ও প্রয়োজনীয় মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট আছে।

যা ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা থেকে শুরু করে শারীরিক বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করে। যদিও অনেকেরই জানা নেই কাঁঠালের বীজ খেলে শরীরে কী ঘটে সে সম্পর্কে!

কাঁঠাল বীজ খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, চোখের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে এমনকি এই বীজে থাকা আয়রন রক্তাল্পতার চিকিতার জন্যও কার্যকরী। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কাঁঠালের ছোট ছোট বীজ শরীরের জন্য কতটা উপকারী।

১০০ গ্রাম কাঁঠালের বীজে থাকে ১৮৫ ক্যালোরি। একই সঙ্গে থাকে ৭ গ্রাম প্রোটিন, ৩৮ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট ও ১.৫ গ্রাম ফাইবার। অন্যদিকে কাঁঠালের বীজে ১ গ্রামের কম চর্বি থাকে। এই বীজ থায়ামিন ও রিবোফ্লাভিনেরও ভালো উত। এতে জিংক, আয়রন, পটাসিয়াম, তামা ও ম্যাঙ্গানিজও থাকে যথেষ্ট পরিমাণে। এই বীজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টির মধ্যে আছে ফাইটোকেমিক্যাল, যেমন স্যাপোনিন। কাঁঠালের বীজ খেলে শরীরে যা ঘটে কাঁঠালের বীজের প্রোটিন ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বিভিন্ন চর্মরোগ থেকে রক্ষা করে। চলুন জেনে নেওয়া যাক কাঁঠালের বীজ খেরে শরীরে আরও যা ঘটে-

গ্গ কাঁঠালের বীজে থাকা আয়রন রক্তের স্বাস্থ্য বাড়ায় ও রক্তাল্পতার চিকিতায় কার্যকরী ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে নারীদের শরীরে হিমোগ্লোবিনের অভাব দেখা দেয়।

নিয়মিত কাঁঠালের বীজ খেলে সে সমস্যা থেকে মুক্তি মেলে। আয়রন লোহিত রক্তকণিকার উতাদনও বাড়ায়। ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে ও বিভিন্ন সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়। কাঁঠালের বীজ কোষ্ঠকাঠিন্য ও অন্যান্য হজম সংক্রান্ত সমস্যাগুলির চিকিতা করতে পারে। কারণ এই বীজ ফাইবারসমৃদ্ধ হওয়ায় তা হজমের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। কিছু গবেষণায় বলা হয়, কাঁঠালের বীজ ডায়রিয়ার চিকিতার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।

গ্গ এই বীজে ভিটামিন এ আছে, যা দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়। ভিটামিন এ''র অভাবে রাতকানা রোগ হতে পারে। তাই এ বীজ পাতে রাখলে ছানি ও ম্যাকুলার অবক্ষয়ের সমস্যা প্রতিরোধ করা যায়।

গ্গ কিছু সূত্র অনুসারে, কাঁঠালের বীজে থাকা ম্যাঙ্গানিজ রক্ত জমাট বাঁধাকে নিয়মিত করতে পারে। যদিও এ বিষয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন। কাঁঠালের বীজে থাকা আয়রন যৌন আনন্দকে উদ্দীপিত করতে পারে। জানা যায়, কাঁঠালের বীজ যৌন রোগের চিকিতার জন্য ঐতিহ্যগত এশিয়ান ওষুধে ব্যবহার করা হয়।

কাঁঠালের বীজে থাকা প্রোটিন পেশি তৈরিতে সাহায্য করে। খাদ্যতালিকায় কাঁঠালের বীজ রাখলে শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি হবে না। কমবয়সীদের মধ্যেও আজকাল বলিরেখার সমস্যা দেখা দেয়। কাঁঠালের বীজ বলিরেখাও প্রতিরোধ করে। এই বীজে থাকা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট শরীরের ক্ষতিকর ফ্রি র্যাডিকেলের সঙ্গে লড়াই করে।

যা অকাল বার্ধক্য সৃষ্টি করে। ফলে বলিরেখা কমে যায়। এজন্য কাঁঠালের বীজ পিষে কিংবা গুঁড়া করে তা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে ত্বকে ব্যবহার করুন। এই প্যাক ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতেও সাহায্য করে। যাদের চুল সহজে লম্বা হয় না তারা খাদ্যতালিকায় রাখুন কাঁঠালের বীজ। এতে থাকা ভিটামিন এ ভঙ্গুর চুলের সমস্যা কমায় ও এতে থাকা প্রোটিন চুলের স্বাস্থ্য উন্নত করে।

ফলে চুল পড়া কমে। এমনকি এই বীজে থাকা আয়রন মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়। ফলে চুল দ্রুত লম্বা হয়।

গ্গ কাঁঠালের বীজে থাকা বিভিন্ন পুষ্টিগুণ মানসিক চাপ কমাতেও সাহায্য করে। ফলে মাথা শান্ত থাকে।

কাঁঠালের বীজ কীভাবে খাবেন?

খোসা ফেলে দিয়ে কাঁঠালের বীজ রোস্ট করে বাদামের মতো করে স্ন্যাকস হিসেবে খেতে পারেন। এছাড়া এটি সেদ্ধ করে ভর্তা, ভাজি কিংবা বিভিন্ন পদ তৈরি করতে পারেন। চাইলে বিভিন্ন খাবারের সঙ্গে মিশিয়েও খেতে পারেন কাঁঠালের বীজ। এমনকি এই বীজ ভালো করে শুকিয়ে গুঁড়া করে জলে মিশিয়ে দৈনিক পান করলেও মিলবে উপকার।

এই গ্রীষ্মের যে ৫টি ফল খেলে ওজন কমবে দেখেনিন

শরীরের বাড়তি ওজন নানা রোগের কারণ। তাই ওজন কমাতে কত কিছুই না করছেন। কঠোর ডায়েট থেকে শুরু করে শারীরিক কসরত। অনেকে আবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাচ্ছেন জিমে। তা-ও ওজন কমাতে পারছেন না।

অনেকেরই ধারণা যে, কম খেলে দ্রুত ওজন কমে। কিন্তু পুষ্টিবিদরা বলছেন, ওজন কমাতে খাবার খাওয়া বাদ দেওয়া নয়, বরং স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া উচিত।

ওজন কমাতে গিয়ে শরীরে পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাব ঘটলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই ডায়েটে এমন কিছু খাবার অন্তর্ভুক্ত করুন, যেগুলো ওজনও নিয়ন্ত্রণে রাখবে আবার শরীরও সুস্থ থাকবে।

ওজন কমাতে খেতে পারেন ফল। অনেকেই ডায়েটের অজুহাতে ফল খান না। তবে মধুমাসে ফল খাওয়া থেকে তো দূরে থাকা যায় না। গ্রীষ্মকালীন ফল খেয়েও ওজন কমাতে পারবেন। চলুন জেনে নেওয়া যাক কোন ফলগুলো ওজন কমাতে সাহায্য করে-

তরমুজ

দ্রুত ওজন কমাতে সাহায্য করে তরমুজ। এই গ্রীষ্মকালীন ফলে আছে ভিটামিন এ, সি, ফাইবার, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লাইকোপেন। এছাড়াও তরমুজে প্রায় ৯২ শতাংশই জল। যা গরমে শরীর হাইড্রেট রাখতেও সহায়তা করে। জল ও ফাইবার থাকার কারণে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরাও রাখে তরমুজ।

বাঙ্গি

বাঙ্গিতেও জলর পরিমাণ বেশি থাকে এবং এটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ফল। গ্রীষ্মকালীন এই ফলটিতে ক্যালোরি কম এবং ফাইবার বেশি, ফলে ওজন কমাতে অত্যন্ত সহায়ক। ভিটামিন এ, বি, কে, সি, জিঙ্ক এবং কপার সমৃদ্ধ এই ফলটি দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে এবং রক্তচাপ কমায়। এর পাশাপাশি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পেট ভরা রাখতেও সহায়তা করে।

আনারস

ওজন কমাতে খেতে পারেন আনারস। এটি ভিটামিন সি ও ফাইবার সমৃদ্ধ। আনারসে দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় উভয় ধরনের ফাইবার রয়েছে, যে কারণে দীর্ঘ সময় আমাদের পেট ভরা রাখে ও ওজন কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া আনারসে প্রচুর পরিমাণে জল থাকায় শরীরকে হাইড্রেট রাখতেও সহায়তা করে।

লিচু

রসালো সুস্বাদু এই ফলটিও ওজন কমাতে অত্যন্ত সহায়ক। লিচুতে আছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, যা শরীর থেকে টক্সিন দূর করে এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে। এতে ক্যালোরির পরিমাণও খুব কম।

পেঁপে

ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার (ইউএসডিএ)-এর মতে, ১০০ গ্রাম পেঁপেতে মাত্র ৪৩ ক্যালোরি থাকে। ভিটামিন এবং খনিজ সমৃদ্ধ এই ফলটি ওজন কমানোর পাশাপাশি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রিণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে ঢেঁড়স খাবেন যেভাবে

ডায়াবেটিস এখন এক সাধারণ রোগে পরিণত হয়েছে। নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই, সব বয়সী নারী-পুরুষের এই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। মূলত অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস, অনিয়মিত ঘুম ও শারীরিক কসরত কম করা এর জন্য দায়ী। তবে খুব সহজ কিছু উপায়ে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন। এজন্য খেতে পারেন ঢেঁড়স। ঢেঁড়স ফাইবার, ভিটামিন বি৬, বিটা-ক্যারোটিন, লুটেইন এবং ফোলেটসহ বিভিন্ন পুষ্টি সমৃদ্ধ সবজি। ভিটামিন বি ডায়াবেটিস নিউরোপ্যাথির আক্রমণ প্রতিহত করতে সহায়তা করে এবং হোমোসিস্টেইনের মাত্রা কমায়। এই উপাদানটি ডায়াবেটিস বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। এই সবজিতে থাকা দ্রবণীয় ফাইবার শর্করার মাত্রাকে স্থিতিশীল করতেও সাহায্য করে। এছাড়া ঢেঁড়স অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পাওয়ার হাউস। ঢেঁড়স ওজন নিয়ন্ত্রণ, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করা, দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখা, রক্তে শর্করা পরিমাণ ও কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বেশ উপযোগী ঢেঁড়স। এছাড়াও ত্বক ও চুলের জন্যও খুবই উপকারী এই সবজিটি। জেনে নিন ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঢেঁড়স যেভাবে খাবেন- রান্না করে কিংবা সেদ্ধ করে খেতে পারেন এটি। বেশি তেল মসলায় রান্না না করে সেদ্ধ করে ভাত কিংবা রুটির সঙ্গে খেতে পারেন। এছাড়া রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঢেঁড়স ভেজানো জলও খেতে পারেন। ঢেঁড়স টুকরো করে কেটে সারারাত ভিজিয়ে রাখুন। এরপর সকালে ওই জলর মধ্যেই ঢেঁড়সগুলো ভালো করে চিপে অতিরিক্ত জল বের করে নিন। তারপর ঢেঁড়সগুলো ফেলে জলটুকু খেয়ে নিন।

নারীর চোখে পুরুষের সৌন্দর্য চর্চা

দাড়ি কাটা আর চুল আঁচড়ানো ছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও দরকার। বেশিরভাগ পুরুষই সৌন্দর্য চর্চায় তেমন কোনো মনোযোগ দেয় না। খুব বেশি হলে মুখ সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা, দাড়ি কাটা আর ঘর থেকে বের হওয়ার আগে কেউ কেউ চুলে ক্রিম বা জেল ব্যবহার করেন। তারপরেও কিছু ব্যাপার থাকে যা হয়ত খেয়াল করা হয় না। আর এই বিষয় নিয়েই একটি লাইফস্টাইলবিষয়ক ওয়েবসাইট অনলাইন জরিপ চালায়। তারা নারীদের কাছে প্রশ্ন রাখেন স্বামী, বাবা, বন্ধু বা ছেলে সন্তানের কাছে সৌন্দর্যের বিষয়ে দৈনিক কী কী বিষয় আশা করেন তারা? অবাক করার মতো না হলেও বেশিরভাগ নারীই ছেলেদের ত্বকের যত্ন ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়ার কথা বলেছেন। জরিপের ভিত্তিতেই পুরুষের সৌন্দর্য চর্চার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়।

নাক ও কানের বাড়তি চুল কাটা

অনেকেরই নাক ও কানের চুল বড় হয়ে বাইরে বেরিয়ে থাকে, যা বেশ অস্বস্তিকর। পাশাপাশি এতে ব্যক্তিত্ব যেমন নষ্ট হয় তেমনি কারও সঙ্গে কথা বলার সময় পড়তে পারেন বিব্রতকর অবস্থায়। তাই নাক ও কানের বাড়তি চুলগুলো কেটে ফেলা উচিত। নিয়মিত কান পরিষ্কার করার অভ্যাস গড়ে তোলাও জরুরি। যেসব পুরুষের চোখের ভ্রু অনেক ঘন এবং ছোট-বড় চুল গজায় তাদের ভ্রু ছোট করার প্রতি খেয়াল রাখা দরকার। ভ্রু ঘন হলে চেহারার একটা রাগিভাব আসতে পারে, যা আপনার প্রতি অন্যদের ভুল ধারণার জন্ম দিতে পারে। এজন্য চুল কাটার সময় ভ্রু ছোট করে ছেটে নিতে পারেন।

এক্সফলিয়েট

ছেলেদের মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য তেমন একটা যত্নের প্রয়োজন হয় না। তবে ধুলাময়লা আর মরা চামড়ার জমে ত্বক দেখতে মলিন লাগতে পারে। তাই মুখ পরিষ্কারের ক্ষেত্রে অনন্ত ভালোমানে ফেইসওয়াশ ব্যবহার করার পাশাপাশি টুকটাক ত্বকচর্চা করা যেতেই পারে। এতে দেখতেও সতেজ লাগবে।

মন সতেজ রাখতে চেয়ারে বসেই করুন ব্যায়াম, উপকার মিলবে অনেক

এ সময় বেশিরভাগ মানুষই বাড়ি থেকে কাজ করছেন। এতে অবসাদ বাড়ছে। অকারণেই মন খারাপ হচ্ছে। চিকিতকরা বলছেন করোনা আবহে মন সতেজ রাখা অত্যান্ত জরুরি। মানুসিক স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে যে কোনও রকম বিপদে লড়াই করার মতো মনের জোর পাওয়া যাবে। তাই সামগ্রিক ভাবে মনকে সতেজ রাখতে বাড়িতে নিয়মিত অভ্যাস করুন এই যোগ ব্যায়াম।

এই ব্যায়ামটি চেয়ারে বসে সহজেই করতে পারবেন।

হাঁটা চলা, বসে থাকা-সহ সব কাজকর্মেই আমাদের মেরুদণ্ডের ওপর চাপ পড়ে। তাই নিয়ম করে শিরদাঁড়ার কিছু আসন করা দরকার। সামনে ঝুঁকে আসন অর্থাতফরোয়ার্ড ফোল্ড আসন অভ্যাস করলে মেরুদণ্ডের জড়তা কাটে, রক্ত সঞ্চালন বাড়ে। পিঠ, কোমর ও ঘাড়ে ব্যথার ঝুঁকি কমে। প্রচলিত পদ্ধতিতে দাঁড়িয়ে আসনটি অভ্যাস করা হয়। যাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে আসন করা সম্ভব নয়, তাঁরা চেয়ারে বসে আসনটি অভ্যাস করবেন। চেয়ার যোগ বালাসন ও পশ্চিমোত্তাসনের সমন্বয়ে ফরোয়ার্ড ফোল্ড আসনটি করা হয়।কী ভাবে করব

টানটান করে পা ঝুলিয়ে চেয়ারে সোজা হয়ে বসুন। দুই হাত থাকুক কোলের ওপর। চোখ বন্ধ করে ঘাড়, পিঠ ও মাথা সোজা করে বসুন। এটিই হল আসন শুরুর অবস্থান।

দুই হাত উরুর ওপর রেখে গভীর ভাবে শ্বাস নিন। এ বারে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে নিতম্ব থেকে মাথা-সহ সমস্ত শরীর সামনের দিকে হাঁটু অবধি ঝোঁকাতে হবে।

এ বারে দুই হাত পায়ের মাঝখানে ঝুলিয়ে দিতে পারেন। আবার ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কনুই ও বাম হাত দিয়ে ডান হাতের কনুই ধরে থাকতে পারেন। যেমন সুবিধে হবে সেই ভঙ্গিমায় মাথা হাঁটু পর্যন্ত ঝোঁকান। এই অবস্থানে স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস নিতে মনে মনে ১০ পর্যন্ত গুনতে হবে। এ বারে শ্বাস নিতে নিতে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসুন। দুই হাত রাখুন উরুর ওপর।

এক রাউন্ড হল। ৫-৭ রাউন্ড অভ্যাস করতে হবে।

মনে রাখবেন, আসনটি শুরুর সময় যেটুকু সম্ভব ততটুকুই সামনে ঝুঁকবেন। শুরুতে মেরুদণ্ডের স্টিফনেসের জন্যে ঝুঁকতে অসুবিধে হলেও ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন।

আসন অভ্যাস শেষ হলে শুরুর অবস্থানে ফিরে কিছু ক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসুন। স্বাভাবিক শ্বাস নিয়ে অনুভব করুন কেমন বোধ করছেন।

সতর্কতা

পিঠে, কোমরে বা ঘাড়ে খুব ব্যথা বা স্লিপ ডিস্ক থাকলে এবং অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ থাকলে এই আসনটি অভ্যাস করা অনুচিত। যাঁরা মাটিতে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে আসন অভ্যাস করতে অপারগ, তাঁদের জন্যে সিটেড ফরোয়ার্ড ফোল্ড চেয়ার যোগা অত্যন্ত উপযোগী। সামনে ঝোঁকার জন্য পিঠ, ঘাড়, মাথা-সহ সমস্ত শিরদাঁড়ার টেনশন অনেকটা কমে। পেটের পেশীতে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে। নীচের দিকে ঝুঁকলে মাধ্যাকর্ষণের বিপরীতে যাওয়ায় মস্তিষ্কের আরাম হয় এবং বেঁচে থাকার আনন্দ বাড়ে। এই আসনটি মূলত সমগ্র মেরুদণ্ডকে উজ্জীবিত করে সামগ্রিক ভাবে চনমনে ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল থাকতে সাহায্য করে।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ বেড়ে ১৭,৩৩৬

সক্রিয় রোগী ৮৮-হাজারের ঊর্ধ্বে, মৃত্যু ১৩ জনের

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ১৭-হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭,৩৩৬ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের, সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৮৮ হাজার ২৮৪-তে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭ হাজার ৩৩৬ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৮৮,২৮৪-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৪,২৯৪ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.২০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে।বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১৩ লক্ষ ৭১ হাজার ১০৭ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১, ৯৬,৭৭,৩৩,২১৭ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৩ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,২৪,৯৫৪ জন (১.২১ শতাংশ)।বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৩,০২৯ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৭, ৪৯,০৫৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৫৯ শতাংশ। আমেরিকায় কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা ফের অনেকটাই বাড়ল, মৃত্যুর সংখ্যাও ২০০-র উর্ধ্বে রয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৬,৭০২ জন। নতুন করে ৯৬,৭০২ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর মার্কিন মুলুকে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৮৮, ৫৬৬,৯৬১-এ পৌঁছেছে।বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় করোনা কেড়ে নিয়েছে ২৬৬ জনের প্রাণ। নতুন করে ২৬৬ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ১,০৪০,২৩৬ জনের। মার্কিন মুলুকে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৮৪,২৫৭,৯১৩ জন। চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৩,২৬৮,৮৯১২-তে পৌঁছেছে।

এদিকে কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ১৯৬.৭৭-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১৩ লক্ষ ৭১ হাজার ১০৭ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৬,৭৭,৩৩,২১৭ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৩ জুন সারা দিনে ভারতে ৪,০১, ৬৪৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮৫,৯৮,৯৫,০৩৬-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৪,০১,৬৪৯ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭,৩৩৬ জন।

যশবন্ত সিনহাকে জেড প্লাস নিরাপত্তা

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি.স.): বিরোধী জোটের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী যশবন্ত সিনহাকে জেড প্লাস নিরাপত্তা দিল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের তরফে বিরোধী জোটের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী যশবন্ত সিনহাকে সশস্ত্র সিআরপিএফ কমান্ডোদের জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৮৪ বছর বয়সী যশবন্ত সিনহাকে সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সিআরপিএফ-এর ভিআইপি সুরক্ষা শাখাকে নির্দেশ দেওয়ার পরই স্কোয়াড দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

সশস্ত্র জওয়ান, প্রায় আট থেকে দশজন শিফটে কাজ করেন, যশবন্ত সিনহা যখনই দেশের কোথাও যাবেন তখনই তাকে এসকর্ট করা হবে। এর আগে কেন্দ্রের তরফে এনডিএ জোটের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুকে জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এনডিএ প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু শুক্রবারই মনোনয়নপত্র পেশ করেছেন। বৃহস্পতিবারই তিনি ওড়িশা থেকে নতুন দিল্লিতে এসে পৌঁছান। বিরোধীদের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী যশবন্ত সিনহা আগামী ২৭ তারিখ মনোনয়ন জমা দেবেন।

শিবসেনা একটি বড় সাগর, এমন ঢেউ আসে আর যায় : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ২৪ জুন (হি.স.): মহাসঙ্কটে মহারাষ্ট্র সরকার, মহা বিকাশ অগাড়ি (এমভিএ) সরকারের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা চলছে। এমতাবস্থায় শিবসেনার নেতা সঞ্জয় রাউত জানালেন, শিবসেনা একটি বড় সাগর, এমন ঢেউ আসে আর যায়। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ১২ জন বিধায়ককে (একনাথ শিন্ডের শিবির) ডিসকোয়ালিফাই ঘোষণা করার প্রক্রিয়া চলছে, তাঁদের সংখ্যা কেবল কাগজপত্রে রয়েছে। সঞ্জয় রাউত দাবি করে বলেছেন, শিবসেনা একটি বড় সাগর, এমন ঢেউ আসে আর যায়।

এদিকে, এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ারকে হুমকির অভিযোগ উঠেছে এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, এমনই দাবি করেছেন সঞ্জয় রাউত। এদিন প্রথমে টুইটারে ও পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি এই দাবি করেছেন সঞ্জয় রাউত। সঞ্জয় রাউত এদিন টুইট করে জানান, 'বিজেপির একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, যদি মহা বিকাশ অগাড়ি (এমভিএ) সরকারকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়, তাহলে শরদ পওয়ারকে বাড়িতে যেতে দেওয়া হবে না। এমভিএ সরকার টিকে থাকুক বা না থাকুক, শরদ পওয়ারের প্রতি এই ধরনের ভাষার ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়।' রাউত পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, 'শরদ পওয়ারজিকে হুমকি দিচ্ছেন এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এই ধরনের হুমকিতে কি মোদীজি এবং অমিত শাহজির সমর্থন আছে?'

কেন্দ্র-রাজ্যের জনবিরোধী নীতি প্রতিরোধে ২৯শে গণ আইন অমান্যের ডাক এসইউসিআই (সি)-র

কলকাতা, ২৩ জুন (হি. স.) : কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিরোধে ২৯ জুন গণ আইন অমান্যের ডাক দিল এসইউসিআই (সি)।বৃহস্পতিবার কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য অভিযোগ করেন, "এসএসসি-নার্স নিয়োগে দুর্নীতি, দলবাজি, মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য্য পদে বসানো, বেকারি, নারী নির্য্যাতন, দুয়ারে মদ প্রকল্প, ঔষধ-পেট্রোল-ডিজেল-রান্নার গ্যাস সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০, ধর্মীয় বিদ্বেষ সৃষ্টি, ঠিকা সেনা নিয়োগের 'অগ্নিপথ" প্রভৃতির প্রতিবাদে ওই সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে। জমায়েত হবে মধ্য কলকাতায় রামলীলা পার্ক, বেলা ১টায়।

সকলেই জানেন, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সহ সমগ্র দেশের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। কোন দল কোথায় ভোটে জিতে কত গরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার চালাচ্ছে তার পরোয়া না করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু করে রাজ্যে রাজ্যে ছাত্র-যুবক-মহিলা, শ্রমিক-কৃষক প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। একদিকে জীবন-জীবিকার ভয়াবহ অবস্থার জ্বালা, অন্যদিকে ধর্মীয় বিদ্বেষের উস্কানি, ঠিকা সেনা নিয়োগের 'অগ্নিপথ" প্রকল্পের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে তীব্র প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে উঠছে।

আপনারা জানেন, আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এবং আমাদের বিভিন্ন শ্রেণি ও গণফ্রন্ট পশ্চিমবাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত সংগ্রামী বামপন্থার পতাকা বহন করে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। সেই আন্দোলনেরই একটি উচ্চ পর্যায়ে রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে আমরা আগামী ২৯ জুন কলকাতায় গণ আইন অমান্যের আহ্বান জানিয়েছি। উপস্থিত ছিলেন - রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অমিতাভ চ্যাটার্জি, স্বপন ঘোষাল, অশোক সামন্ত, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তরুণ মণ্ডল ও তরুণ নস্কর।

দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, হেরফের হবে না তাপমাত্রায়

কলকাতা, ২৪ জুন (হি.স.): কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আপাতত ভারী বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রাতেও সেভাবে হেরফের হবে না। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বৃষ্টি একটু বেশি হতে পারে, বাকি জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একটু বাড়তে পারে বলেও জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এদিন মহানগরীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক।

শুক্রবার সকাল থেকেই আংশিক মেঘলা ছিল কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলির আকাশ। হালকা বৃষ্টিও হয়েছে দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনায়, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলেও, ২৫ জুন থেকে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গের কিছু জেলায়। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দার্জিলিং ও কালিম্পঙ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

রাণী দুর্গাবতীর আত্মত্যাগ দিবসে শ্রদ্ধা অমিত শাহ-র

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি. স.) : বীরাঙ্গনা রানী দুর্গাবতীর আত্মত্যাগ দিবসে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার তিনি টুইটে বলেছেন, 'রানি দুর্গাবতী ছিলেন সাহস, ত্যাগ, বীরত্ব এবং নারী শক্তির এক অনন্য মূর্তি, যিনি আত্ম-অহংকার এবং মাতৃভূমির রক্ষার জন্য সত্যিকারের রণচণ্ডী হয়ে বিদেশী হানাদারদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। এমন একজন দেশপ্রেমিক বীরাঙ্গনাকে তার শহীদ দিবসে স্যালুট।'কালিঞ্জরের রাজা কীর্তিবর্মন (অনেকের মতে) কীর্তিসিং চন্দেলের একমাত্র সন্তান দুর্গাবতী। তার বিয়ের চার বছর পর স্বামী গৌড় রাজা দলপত শাহের অকাল মৃত্যুর পর পুত্র বীরনারায়ণকে সিংহাসনে বসেছিলেন এবং তাঁর অভিভাবক হিসেবে স্বশাসন শুরু করেছিলেন। তার রাজ্যের নাম ছিল গন্ডোয়ানা।

মোদী-সহ কয়েকজনকে ক্লিনচিটের বিরুদ্ধে মামলা খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি.স.): গুজরাট দাঙ্গার ঘটনায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ কয়েকজনকে ক্লিনচিট দিয়েছিল বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। ক্লিনচিট দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ এহসান জাফরির স্ত্রী জাকিয়া। সেই আর্জি শুক্রবার খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ২০০২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি আহমেদাবাদের গুলবার্গ সোসাইটিতে হিংসায় ৬৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন এহসানও।দাঙ্গার তদন্তের জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়েছিল। তথ্যপ্রমাণের অভাবে তৎকালীন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ ৬৪ জনকে ক্লিনচিট দেয় সিট। সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেন জাকিয়া। গত বছরের ৯ ডিসেম্বর দুই পক্ষের শুনানি পর্ব শেষে রায়দান সংরক্ষণ রাখে বিচারপতি এএম খানউইলকরের বেঞ্চ। এরপর শুক্রবার রায় ঘোষণা করা হয়েছে। এদিন এহসান জাফরির স্ত্রী জাকিয়ার আর্জি খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

বায়ুসেনায় অগ্নিবীরদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি.স.): অগ্নিপথ নিয়োগ প্রকল্পের অধীনে ভারতীয় বায়ুসেনার প্রথম ব্যাচের অগ্নিবীরদের নিয়োগের জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ভারতীয় বায়ুসেনার সরকারি ওয়েবসাইট থেকে আবেদন করতে পারবেন।

প্রসঙ্গত, আগামী মাসের ১ তারিখ থেকে সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হবে।ভারতীয় বায়ুসেনার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, অগ্নিবীরদের জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে সকাল দশটা থেকে। ইনডাকশন প্রক্রিয়া, এন্টি-লেভেল যোগ্যতা এবং পরীক্ষার পাঠ্যক্রমে কোনও পরিবর্তন নেই। বায়ুসেনায় সমস্ত নথিভুক্তি শুধুমাত্র অগ্নিবীর বায়ু ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই হবে। ২৪ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত সমগ্র দেশে ২৫০টি কেন্দ্রে অনলাইন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। চলতি বছরের শেষ নাগাদ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

৬ জুলাইয়ের মধ্যে সমগ্র দেশে পৌঁছে যাবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি.স.) : আর মাত্র কিছু দিনের অপেক্ষা, তার পর সমগ্র দেশে পৌঁছে যাবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। শুক্রবার ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামী ৬ জুলাইয়ের মধ্যে সমগ্র দেশে পৌঁছে যাবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। বর্ষা সাধারণত সমগ্র দেশজুড়ে ৮ জুলাই পৌঁছয়, কিন্তু এবার ৬ জুলাইয়ের মধ্যে সমগ্র দেশে পৌঁছে যেতে পারে বর্ষা। শুরুতে অনুকূল পরিস্থিতির কারণে বর্ষা দক্ষিণ উপদ্বীপের ভারত এবং মধ্য ভারতে দেরী করে অগ্রসর হয়েছিল। সেই সময় অনুসারে, বর্ষার উত্তর সীমা গুজরাটের পোরবন্দর এবং ভাদোদরা, মধ্যপ্রদেশের শিবপুরী ও রেওয়া এবং উত্তর প্রদেশের চুর্কের মধ্য দিয়ে যেতে থাকে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ইতিমধ্যেই বর্ষা প্রবেশ করেছে, কোথাও কোথাও আবার প্রাকবর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সমগ্র দেশে বর্ষা পৌঁছতে আর মাত্র কিছুদিনের অপেক্ষা।

বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছেন প্রবীণ পরিচালক

কলকাতা, ২৪ জুন (হি.স.): যকৃৎ ও হৃদরোগের সমস্যা রয়েছে, বার্ধক্যজনিত সমস্যাতেও ভুগছেন প্রবীণ চলচ্চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার। অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। শুক্রবার সকালে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সঙ্কটজনক হলেও বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছেন তিনি। ইশারায় সাড়া দিচ্ছেন ৯২ বছর বয়সি পরিচালক।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, নেফ্রোলজি, ক্রিটিক্যাল কেয়ার, মেডিসিন এবং হৃদ্রোগ বিশেষজ্ঞ-সহ পাঁচ জনের চিকিৎসক দলের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন বর্ষীয়ান চলচ্চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার। ভেন্টিলেশনে না থাকলেও তাঁর মুখে নল লাগানো রয়েছে। বৃহস্পতিবার তাঁর প্রথম বার ডায়ালিসিস করা হয়েছে। ডায়ালিসিস প্রক্রিয়া সফল হয়েছে।

বন্দুকবাজদের ঠেকাতে পদক্ষেপ, আমেরিকার সেনেটে পাশ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিল

ওয়াশিংটন, ২৪ জুন (হি.স.): ইঙ্গিত আগেই দিয়েছিলেন, এবার পদক্ষেপও করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বৃহস্পতিবার (আমেরিকার সময় অনুযায়ী) আমেরিকার কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সেনেটে পাশ হল আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিল। ১০০ সদস্যের সেনেটে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিলটি পাশ হয়েছে। বিলের পক্ষে পড়েছে ৬৫টি ভোট। বিপক্ষে ৩৩টি।আমেরিকায় বিগত তিন দশকে আগ্নেয়াস্ত্র বিল পাশের এই পদক্ষেপ অন্যতম ঐতিহাসিক ঘটনা বলে দাবি করেছেন ডেমোক্র্যাট শিবিরের। সেনেটের ডেমোক্র্যাট নেতা চাক শুমার বলেন, "এই বিল সঠিক লক্ষ্যে এক দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ।" প্রসঙ্গত, বন্দুকবাজের হামলা ঠেকাতে সম্প্রতি আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশের সরকার আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্কুল, শপিং মলে বন্দুকবাজের হামলায় রক্তাক্ত হয়েছে মার্কিন মুলুক। বন্দুকবাজদের ঠেকাতেই সেনেটে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিল পাশ করল জো বাইডেন সরকার।

তরুণ প্রজন্মের জন্য ক্ষতিকর অগ্নিপথ যোজনা

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্নিপথ নিয়োগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কথায়, দেশ ও তরুণ প্রজন্মের জন্য ক্ষতিকর অগ্নিপথ যোজনা। শুক্রবার দিল্লি সরকারের "মিশন এক্সিলেন্স স্কিম"-এর অধীনে ক্রীড়াবিদদের অভিনন্দন জানান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সেই অনুষ্ঠানের ফাঁকে কেজরিওয়াল অগ্নিপথ নিয়োগ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'অগ্নিপথ যোজনা দেশ ও তরুণ প্রজন্মের জন্য ক্ষতিকর। ৪ বছর পর তাঁদের প্রাক্তন সেনা বলা হবে, পেনশন পাবেন না।'অরবিন্দ কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, 'প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রকল্পের ফলে সেনাবাহিনীর লড়াই করার ক্ষমতায় প্রভাব পড়বে। এতে দেশের ক্ষতি হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত প্রকল্পটি পর্যালোচনা করা।' কেজরিওয়াল এদিন আরও বলেছেন, '৪ বছরের অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ পাওয়া সৈনিককে যদি সেনাবাহিনী থেকে বের করে দেওয়া হয় তাহলে আখেরে দেশেরই ক্ষতি হবে।'

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত আফগানিস্তানকে সাহায্য, ত্রাণ নিয়ে কাবুলে পৌঁছল বিমান

কাবুল, ২৪ জুন (হি.স.): ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত আফগানিস্তানে দ্বিতীয় দফায় ত্রাণসামগ্রী পাঠাল ভারত। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে কাবুলে পৌঁছেছে বিমান। বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, এরপর আরও সাহায্য পাঠানো হবে। ইতিমধ্যেই ভারতীয় প্রযুক্তিবিদদের একটি দল সেখানে পৌঁছেছে। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি টুইট করে জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের জনগণের জন্য ভারতের ত্রাণ সহায়তার দ্বিতীয় চালান কাবুলে পৌঁছেছে। আফগানিস্তানের জনগণের জন্য দু'টি বিমানে ২৭ টন জরুরি ত্রাণ সহায়তা পাঠিয়েছে ভারত। ত্রাণ সহায়তার মধ্যে রয়েছে তাঁবু, কম্বল, মাদুর ইত্যাদি-সহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। গত ২২ জুন ৬.১ তীব্রতার ভূমিকম্পে লন্ডভন্ড আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাংশ। ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে এক হাজারের বেশি মানুষের, আহতের সংখ্যা প্রচুর। মাটিতে মিশে গিয়েছে বহু ঘর-বাড়ি। নিহতদের বেশিরভাগই পাকতিকা প্রদেশের গিয়ান জেলার বাসিন্দা। পাকতিকা প্রদেশের গিয়ান, নাকা, বারমাল ও জারোকি ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত। নানগড়হার এবং খোস্ত প্রদেশেও ভূমিকম্পে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে।

টানা বৃষ্টির জেরে বন্যা পরিস্থিতি ডুয়ার্সে

জলপাইগুড়ি, ২৪ জুন (হি.স.): অবিশ্রান্ত বৃষ্টির জেরে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। বৃহস্পতিবার রাত থেকেই প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে ভুটান ও ডুয়ার্সে। শুক্রবারও বৃষ্টি থামেনি, বর্ষণে জলমগ্ন হয়ে গিয়েছে বিন্নাগুড়ি-সহ আশাপাশের বিভিন্ন অঞ্চল। হাতিনালার জল ঢুকে পড়েছে বানরহাট ব্লকের বিন্নাগুড়ি এসএম কলোনি এবং নেতাজিপল্লিতে। হাতিনালার জল ঢুকে জলমগ্ন হয়ে পড়ে পাঁচটি চা বাগান। স্থানীয় সূত্রের খবর, শুক্রবার ভোররাত ২"টো থেকে জল গ্রামে ঢুকতে শুরু করে। আতঙ্কে রাস্তায় আশ্রয় নেন বহু মানুষ।

এদিকে, ভুটান পাহাড় ও ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে এখনও বৃষ্টি চলছে। তবে বিন্নাগুড়ি এলাকায় সকাল ৯টার পর বৃষ্টি কমেছে। ভুটান পাহাড়ের জল হাতিনালা দিয়ে বইতে থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েকটি বাড়ি। হাতিনালার জল বাড়ায় ক্ষতি হয়েছে চা-বাগানেরও। অনেকগুলি গাছের একাংশ উপড়ে পড়েছে। চা বাগানেও শুরু হয়েছে ভাঙ্গন। জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছে কয়েকশো চা গাছ।

আগামী রবিবার ভোটগ্রহণ, শুক্রবারই শিলিগুড়িতে শেষ হচ্ছে প্রচারের সময়সীমা

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন (হি. স.) : রবিবার অর্থাৎ ২৬ জুন ভোটগ্রহণ করা হবে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে। শুক্রবার বিকালেই সেখানে শেষ হচ্ছে প্রচারের সময়সীমা। শিলিগুড়ি মহকুমার মাটিগাড়া, ফাঁসিদেওয়া, নকশালবাড়ি ও খড়িবাড়ি এই ৪টি ব্লকের মহকুমা পরিষদের ৯টি আসনে, ৪টি পঞ্চায়েত সমিতির ৬৬টি আসনে এবং ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪৬২টি আসনে ভোট নেওয়া হবে আগামী রবিবার। এবার কোমর বেঁধে নেমে পড়েছিল তৃণমূল। এবারের নির্বাচনে তৃণমূল প্রচারের সময় থেকেই আগ্রাসী মনভাব নিয়েই মাঠে ঝাঁপিয়েছে। তাঁদের আশা এবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ তাঁদের দখলে আসতে চলেছে।প্রসঙ্গত, কয়েক মাস আগেই শিলিগুড়ি পুরনিগমে একক গরিষ্ঠতায় বোর্ড গড়েছে জোড়াফুল। আর সেটাও বাম ও বিজেপিকে হারিয়ে। পরাস্ত হয়েছে কংগ্রেসও। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মীভাণ্ডার, খাদ্যসাথী, দুয়ারে রেশন, স্বাস্থ্যসাথী, রূপশ্রী, কন্যাশ্রী, চা সুন্দরী প্রভৃতি প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন গ্রামবাসীরা। তাই ভোট প্রচারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমজনতা তৃণমূলের মিছিল, পদযাত্রা, সভায় শামিল হচ্ছেন।

কোচবিহারে তিস্তায় উলটে গেল যাত্রী বোঝাই নৌকো, চলছে উদ্ধারকাজ

কোচবিহার, ২৪ জুন (হি. স.) : গত কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টি চলছে উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায়। যার জেরে জলমগ্ন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা। টানা বৃষ্টিতে বেড়েছে নদির জলস্তর। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে তিস্তায় নৌকোডুবির ঘটনা ঘটল। ১৭ জন যাত্রী নিয়ে উলটে গেল নৌকো। এখনও হদিশ মেলেনি মাঝির। শুক্রবার সকালে কোচবিহার থেকে ডুবুরি নিয়ে যাওয়া হয়েছে মাঝির সন্ধানে। ইতিমধ্যেই তল্লাশি শুরু করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, টানা বৃষ্টিতে তিস্তার জলস্তর বেড়েছে। জারি হয়েছে লাল সতর্কতা। এই পরিস্থিতিতে যাত্রী বোঝাই নৌকো উলটে গেল তিস্তায়। বৃহস্পতিবার রাতে মেখলিগঞ্জের ১৭ জন যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল ওই নৌকো। সেটিতে বাদামের বস্তাও ছিল বলে খবর। আচমকা উলটে যায় যাত্রী বোঝাই নৌকোটি। বিষয়টি জানাজানি হতেই স্থানীয়রাই প্রাথমিকভাবে উদ্ধার কাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল যায় ঘটনাস্থলে। রাতেই ১৬ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে এখনও হদিশ মেলেনি মাঝির। এদিন সকালে কোচবিহার থেকে ডুবুরি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরোধীতা করে বিক্ষোভ দেখায় ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র। ছবি ঃ নিজস্ব

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২৪।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কে দোরাইস্বামী প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় সংসদ ভবনস্থ কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাতকালে তাঁর নিকট ভারত সফরের জন্য নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণ পত্র হস্তান্তর করেন।

বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। আগামী সেপ্টেম্বরে শেখ হাসিনার সফর নিয়ে দুই দেশের কর্মকর্তারা কূটনৈতিক চ্যানেলে কাজ করছেন। সফরকে ফলপ্রসূ করতে শেখ হাসিনার সফরের মাত্র দু'দিন আগে দুই দেশের মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক হবে।

আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পারস্পরিক স্বার্থে ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে অভিন্ন নদীগুলোতে ড্রেজিং পরিচালনার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, নিয়মিত নদী খননের মাধ্যমে একটি জল সংরক্ষণাগার নিশ্চিত করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি ভারতের আসাম, অরুণাচল ও মেঘালয় রাজ্যে সাম্প্রতিক বন্যার কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় দূতকে অবহিত করেন যে, পূর্ব ভারতের পাহাড় জুড়ে ভারী বর্ষণে দেশের উত্তর-পূর্ব অংশের বেশিরভাগ অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার এ ধরনের যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় ভারতের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত রয়েছে। জবাবে ভারতীয় হাইকমিশনার আশ্বস্ত করেন যে, তার দেশও বাংলাদেশের বন্যার্তদের সহায়তা করতে প্রস্তুত রয়েছে। বিক্রম কে দোরাইস্বামী ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ৭৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান। এছাড়াও, তিনি শক্তিশালী নদীর উপর বহুল আকাঙ্খিত পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করায় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, নবনির্মিত মেগা সেতু উভয় দেশকে সরাসরি সংযুক্ত করবে এবং এ অঞ্চলে যোগাযোগ বাড়াবে। ভারতীয় হাইকমিশনার প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন যে, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করে ভারতে পণ্য পরিবহনের জন্য ইতিমধ্যে একটি ট্রায়াল রান করা হয়েছে এবং চারটি ভিন্ন সড়কেও এই ধরনের ট্রায়াল রান অনুষ্ঠিত হবে। বিদ্যুতের বিষয়ে কথা বলার সময় ভারতীয় দূত বলেন, নেপাল থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর জন্য ভারত একটি কোম্পানি গঠন করবে এবং ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণে বিনিয়োগ করবে।

কারাদন্ড

● প্রথম পাতার পর

জজ গৌতম সরকার এই মামলার রায়ে অভিযুক্ত লক্ষী চাকমাকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। এলাকায় কোন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিংবা অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটলে দমকল বাহিনীর পর্যন্ত এলাকায় পৌঁছতে পারবে না।

এলাকাবাসীর এই জটিল সমস্যা সম্পর্কে প্রশাসনকে এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে বারবার অবগত করা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই এলাকার প্রমিলা বাহিনী বীরগঞ্জ খেয়াঘাট এলাকায় শুক্রবার সকাল থেকে পথ অবরোধ করেন। অবরোধের ফলে দুই দিকে প্রচুর যানবাহন আটকে পড়ে। তাতে দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে।

খবর পেয়ে বীরগঞ্জ থানার পুলিশ ছুটে এসে অবরোধ প্রত্যাহার করার চেষ্টা করে। কিন্তু অবরোধকারীরা কোন অবস্থাতেই রাজি হয়নি। শেষ পর্যন্ত অমরপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস-চেয়ারম্যান ঘটনাস্থলে ছুটে এসে প্রতিশ্রুতি দেন আগামীকাল থেকেই রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করা হবে।তিনি এ বিষয়ে তথ্য দিতে গিয়ে জানান, রাস্তা সংস্কারের জন্য যে টাকা বরাদ্দ হয়েছিল সেই টাকা দিয়ে রাস্তাটি পুরোপুরি সংস্কার করা যাবে না বলেই সংস্কারের কাজ বিলম্বিত হচ্ছিল। এলাকাবাসী ক্ষুব্দ হয়ে রাস্তা অবরোধ করা জরুরী ভিত্তিতে এই রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বস্ত করা হয়। সেই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে অবরোধকারী প্রমিলা বাহিনী আপাতত অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।

তলিয়ে গেছে

● প্রথম পাতার পর

স্বচ্ছতা, তাঁর সংগ্রামী চেতনা মানুষের জন্য প্রাণপাত লড়াই করার অঙ্গিকার তাঁর দলকে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু, ত্রিপুরায় যাদের নেতৃত্বে বসানো হয়েছে, তাদের কলঙ্কিত ইতিহাস জানেন মানুষ। দলের জন্য আদর্শ এবং সংগ্রামী চেতনাকে এভাবে পদদলিত করবে তৃণমূল কংগ্রেস তা মানুষ ভেবে পায় না। শুধু টাকা ছিটিয়ে বঙ্গের নেতা মন্ত্রীদের রাজ্যে দৌড়ঝাপ করালেই মানুষের মন পাওয়া যায় না। মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা যায় না। মানুষের ভোট পাওয়া যায় না। এবার উপনির্বাচনে ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের কাছে পৌঁছতে পারেনি। কিন্তু, টাকা ছিটিয়ে ঢাকঢোল বাজানোর রেকর্ড করেছে। এইসব ঘটনা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি মানুষের যে বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়েছিল তা বিসর্জিত হয়েছে। পরিবরাতন্ত্র বহু দলকে পথে বসিয়েছে। মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। রাজ্যে রাজ্যে পরিবারতন্ত্রের গ্রাসে বহু দল তলিয়ে গিয়েছে। তার দীর্ঘ ইতিহাস আমাদের অজনা নয়। অগ্নিকন্যা মমতা ব্যানার্জী সেই পথেরই অনুসারী হয়ে চলেছেন। দলে গণতন্ত্রের বিকাশ যখন রুদ্ধ হয় তখন পরিবারতন্ত্রই জাঁকিয়ে বসে। আর তারই কারণে দল মানুষের কাছ থেকে দূরে সরতে থাকে আস্তে আস্তে। সময় নেয় কিন্তু শক্ত মাটি ধরে রাখা যায় না। মা মাটি মানুষের দল পরিবারতন্ত্রের গ্রাসে আজ প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। দলের পোড় খাওয়া নেতাদের সরিয়ে সেখানে নিজের আত্মজকে বসিয়েছেন। যার রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতা কতখানি সেই বিষয়ে সংশয় এবং সন্দেহ আছে। এইসব পরিবারতন্ত্রের গ্রাসে নিমজ্জিত দলগুলিই বিজেপির মত দলকে সুবিধা করে দিচ্ছে। যে নেতা বা নেত্রীকে নির্ভর করে দল গড়ে উঠে তাঁর অবর্তমানে দল দিশাহারা হয়ে পড়ে এবং দুমড়ে মুচড়ে তলিয়ে যায়। এই সত্যিকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। তৃণমূল কংগ্রেস এখন অর্থে বিত্তে অনেকবেশী শক্তিশালী। কিছুদিন আগেও এই দলের আর্থিক শক্তি ছিল একেবারেই ক্ষীণ। এখন সেই দলের আর্থিক সমৃদ্ধি দলকে নয়া প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সদ্য অনুষ্ঠিত ত্রিপুরার চারটি আসনের উপনির্বাচনে তৃণমূল দু'হাতে টাকা ছিটিয়েছে। এরাজ্যে নেতৃত্বহীন একটি দল যদি মনে করে টাকা ছিটিয়ে ভোট পাওয়া যায় তাহলে ভুল হবে। স্বচ্ছতার এখনও কোন বিকল্প নেই। তৃণমূল নেতারা এসব ভুলে গিয়ে নিজেদের পায়ে কুড়োল মারছেন। যে দল জাতীয় স্তরের মর্যাদার জন্য রাজ্যে রাজ্যে ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে সেই দলের নেতা নেত্রীরা কি এটা বুঝেন না রাজ্যে যে দল শিকড় গড়তে পারবে সেই দল উজ্জীবিত হবে। শিকড়হীন দল কখনোই বিস্তার লাভ করতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গ থেকে নেতাদের উড়িয়ে এনে দল সাফল্য পেতে পারে না। ত্রিপুরার মানুষের মধ্য থেকেই নেতৃত্ব বাছাই করতে হবে, তবেই সাফল্য আসবে। তা না হলে ঢাক ঢোল পিটিয়ে টাকা ছিটিয়ে কোন সফলতা মিলবে না। এরজন্য প্রয়োজন মানুষের বিশ্বাস, মানুষের মন জয় করা। যা আজ হারাতে চলেছে তৃণমূল। ত্রিপুরার মানুষ বোকা নয়। ত্রিপুরার মানুষকে বুঝতে হলে ইতিহাসকে জানতে হবে। নিজেদের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে বুঝতে হবে। স্বচ্ছ ও সংগ্রামী চেতনায় যখন একটি দল মানুষের মনের মধ্যে স্থান করে নেয়, তখন অহংকার দম্ভ গ্রাস করে। রাজ্যে রাজ্যে ভোটের জন্য খড়কুটো যা পায় তাই ধরে এভাবে ভবিষ্যতের উজ্জল ইতিহাস গড়তে পারবে না তৃণমূল।

আজ বাংলাদেশে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন, বেনাপোল-ভোমরায় বাণিজ্য দ্বিগুণ হবে

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২৪।। আজ ২৫ জুন বাংলাদেশে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন হচ্ছে। এই সেতু চালুর পর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগব্যবস্থা সহজ হবে। এতে দুই স্থলবন্দর বেনাপোল ও ভোমরা এবং দুই সমুদ্রবন্দর মোংলা ও পায়রা দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বাড়বে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। এ জন্য নিজেদের সক্ষমতা বাড়াতে প্রস্তুতি নিচ্ছে এসব বন্দর কর্তৃপক্ষ।

এদিকে,যানবাহন চলাচলের জন্য প্রস্তুত পদ্মা সেতু। ২৫ জুন থেকে ফেরিতে পার হওয়ার অপেক্ষায় থাকতে হবে না, পদ্মার বুকে নির্মিত এই সেতু দিয়ে ছুটে চলবে যানবাহন। দুই থেকে আড়াই ঘণ্টার পথ পার হওয়া যাবে মাত্র ছয় মিনিটে। পদ্মা সেতু যাত্রী পরিবহনের পাশাপাশি পণ্য পরিবহনের নতুন দ্বার খুলছে। সহজ যোগাযোগ ও সময় কমে আসায় আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে এই সেতুর বড় প্রভাব পড়বে। যশোরের বেনাপোল ও সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি বাড়বে বলে আশা করছেন আমদানি-রপ্তানিকারকেরা। এ লক্ষ্যে বেনাপোল ও ভোমরা স্থলবন্দরের অবকাঠামো সুবিধা দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

স্থলপথে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সবচেয়ে বেশি হয় বেনাপোল দিয়ে। তারপরই অবস্থান সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দরের। পদ্মা সেতু চালু হলে এই দুটি স্থলবন্দরের সঙ্গে রাজধানীর সড়কপথে যাতায়াত সহজ হবে। সময় ও খরচ দুটোই বাঁচবে। এতে দুই বন্দর দিয়ে বাণিজ্য দ্বিগুণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পদ্মা সেতু প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা অনুসারে, ভারতের সঙ্গে শুধু বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে দেশের ৭০ শতাংশ আমদানি—রপ্তানি হয়।

পদ্মা সেতু চালুর পর মাওয়া পথে বেনাপোল থেকে ঢাকার দূরত্ব হবে ২২৫ কিলোমিটার। এখন পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া পথে ঢাকার সঙ্গে দূরত্ব ২৬১ কিলোমিটার। অনেক সময় জরুরি পণ্য পরিবহনের সময় বেনাপোল বা মোংলা সমুদ্র বন্দর থেকে বঙ্গবন্ধু সেতু ঘুরে আসতে হয়, যাতে দূরত্ব পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া পথের তুলনায় আরও ৭০ থেকে ৮০ কিলোমিটার বেড়ে যায়। জরুরি প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আমদানির পণ্য বঙ্গবন্ধু সেতু দিয়ে আনে। কারণ, পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ঘাট পার হতে পণ্যবাহী ট্রাককে অনেক সময় দু-তিন দিন অপেক্ষা করতে হয়। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আঞ্চলিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পদ্মা সেতু বিশেষ ভূমিকা রাখবে। ভারত থেকে পণ্য সরাসরি পদ্মা সেতু দিয়ে রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রামে পরিবহন করা যাবে। এতে পণ্য আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারিত হবে। যোগাযোগ সহজ ও দূরত্ব কমে এলে খরচও কমে আসবে।

স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, পদ্মা সেতুকে ঘিরে আঞ্চলিক বাণিজ্যকে গুরুত্ব দিয়ে বেনাপোল, ভোমরা ও বুড়িমারীএই তিনটি স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নে গত মে মাসের শেষ সপ্তাহে ২ হাজার ৯০৬ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে। এ নিয়ে ইতিমধ্যে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির বৈঠকও হয়েছে। শিগগিরই প্রকল্পের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে (একনেক) পাঠানো হবে। স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, বেনাপোল ও ভোমরা স্থলবন্দরের সক্ষমতা বাড়াতে ২ হাজার কোটি টাকার বেশি খরচ হবে।

প্রকল্প প্রস্তাবে বলা হয়েছে, পদ্মা সেতু চালু হলে বেনাপোল ও ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বাড়বে। বর্তমান সক্ষমতায় ওই দুটি বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চালানো কঠিন হবে। বর্তমানে বেনাপোল বন্দরে দৈনিক ৩৭০টি পণ্যবাহী ট্রাক ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা আছে। নতুন প্রকল্পের আওতায়

আরও এক হাজার ট্রাক ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। একইভাবে ভোমরায় আরও ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ পণ্যবাহী ট্রাক ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো হবে।

জানা গেছে, বেনাপোল বন্দরে ৯০ বিঘা ও ভোমরায় ৬০ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করা হবে। সেখানে গুদামঘর, টার্মিনাল, আধুনিক কেমিক্যাল গুদাম, সেবা ভবন ইত্যাদি নির্মাণ করা হবে। ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে এসব কাজ শেষ করা হবে।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মো. আলমগীর বলেন, পদ্মা সেতু চালুর পর বেনাপোল ও ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে কী পরিমাণ ট্রাফিক বাড়বেতা নিয়ে কোনো সমীক্ষা নেই। তবে আমরা ধারণা করছি, ভোমরা দিয়ে দ্বিগুণ পণ্যবাহী ট্রাক আসবে। বেনাপোলেও চাপ বাড়বে। এ কারণে এ দুটিসহ তিনটি স্থলবন্দরের সক্ষমতা বাড়াতে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে। চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে নতুন স্থলবন্দর তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। পদ্মা সেতুকে ঘিরে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের স্থলবন্দরগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশে এখন ১২টি স্থলবন্দর কার্যকর আছে। এর মধ্যে বেনাপোল ও ভোমরা দিয়েই মোট আমদানি-রপ্তানির এক-তৃতীয়াংশ হয়। সর্বশেষ ২০২০-২১ অর্থবছরে ওই ১২টি স্থলবন্দর দিয়ে মোট ২ কোটি ২ লাখ টন পণ্য আমদানি-রপ্তানি হয়। এর মধ্যে শুধু বেনাপোল ও ভোমরা দিয়ে ৬৬ লাখ টন পণ্য আমদানি-রপ্তানি হয়।

বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ অ্যাসোসিয়েশনের সদ্য সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান বলেন, পদ্মা সেতু চালুর পর বেনাপোল দিয়ে আমদানি-রপ্তানি দ্বিগুণ হবে। এ জন্য বেনাপোলের সুবিধা বাড়াতে হবে। এখন বেনাপোল থেকে একটি পণ্যবাহী ট্রাক ঢাকা আসতে গড়ে দুই দিনের বেশি সময় লাগে। দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া ঘাট পার হতে ফেরির জন্য এক থেকে দেড় দিন বসে থাকতে হয়। পদ্মা সেতু চালু হলে দিনে দিনেই পণ্যবাহী ট্রাক রাজধানী ঢাকায় পৌঁছাবে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সক্ষমতার অভাবে বেনাপোল ও ভোমরা দিয়ে সব পণ্য আমদানি করা যায় না। তাই হিলি, সোনামসজিদসহ অন্যান্য বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বেড়েছে। পদ্মা সেতু চালুর পর সময় ও পরিবহন খরচ সাশ্রয়ে ভোমরা ও বেনাপোলে চাপ বাড়বে। তাই দ্রুত অবকাঠামো উন্নয়নে জোর দিচ্ছে সরকার।

অগ্নিপথ

● প্রথম পাতার পর

তিনি অভিযোগের সুরে বলেন, মোদি সরকার গোটা দেশকে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিয়েছে। চুক্তিবদ্ধ নীতি চালু করা হয়েছে সর্বত্র। এবারে সেনাবাহিনীতেও যদি চুক্তিবদ্ধ নীতি চালু হয় তবে দেশের যুব সমাজের গভীর ক্ষতি হবে। অবিলম্বে এই প্রকল্প বাতিল করার দাবি জানিয়েছেন মানিক দে। যতক্ষণ এই প্রকল্প বাতিল করা হচ্ছে না, আন্দোলন জারি থাকবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

এদিকে, বেলা ১১ টা নাগাদ রাজধানীর ছাত্র যুব ভবনের সামনে থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেছে সারা ভারত কিষান সভা। এদিন রাজধানীর মেলার মাঠ থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে ওরিয়েন্ট চৌমুনী পর্যন্ত গেছে। সেখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক পথসভা। মিছিলে উপস্থিত সারা ভারত কিষান সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর বলেন, আজ সংযুক্ত মোর্চার পক্ষ থেকে দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির নিকট এক মেমোরেন্ডাম পেশ করা হবে। সেজন্যই রাজ্যে তার সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেও দলীয়করণের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। আরএসএস-র নির্দেশে এই এমন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন। তাঁর সাফ কথা, এই প্রকল্প যুবসমাজের প্রতি অবমাননা। তাঁর বক্তব্য, সেনাবাহিনীর সৈনিকদের ৯০ শতাংশ কৃষকের ঘরের সন্তান। তাই তাঁদের জন্য লড়াই করছে সংযুক্ত কিষান সভা।

দলনেতা

● প্রথম পাতার পর

কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।বিরোধী দলনেতা এদিন নানাভাবে আক্রান্ত আরো বেশ কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের বাড়ি ঘরে গিয়ে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন।

গেল চোর

● প্রথম পাতার পর

জিবি হাসপাতালে সিসি ক্যামেরা থাকলেও চোরেরা তার কোনো তোয়াক্কা করছে না। স্বাভাবিক কারণেই জিবি হাসপাতাল এ দূর-দূরান্ত থেকে আসা রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনরা নিরাপত্তা নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। প্রায় প্রতিনিয়তই রোগী এবং তাদের পরিবারের কাছ থেকে নগদ টাকা সহ বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে চোরেরা। জিবি হাসপাতালে চোর ও ছিনতাইকারীদের একটি চক্র সক্রিয় রয়েছে। জিবি হাসপাতাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবি উঠেছে।

ফের চাকমাঘাটে হাতির দলের তান্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ জুন।। তেলিয়ামুড়ায় বন্যহাতির সমস্যা নতুন কোন ঘটনা নয়। তেলিয়ামুড়ার হাতি প্রবণ এলাকাগুলিতে বন্য হাতির সমস্যা যেন বংশ-পরম্পরা অভিশাপের মতো। বৃহস্পতিবার রাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বন্য হাতির দল রাতের আঁধারে চাকমাঘাট হারাধন দাস পাড়া এলাকায় হানাবাদি চালায়, এতে আতঙ্কগ্রস্থ গোটা এলাকা বাসি। তবে এলাকার এক প্রমিলা অভিযোগের সুরে জানিয়েছেন বনদপ্তরের কর্মীরা হাতি প্রবণ এলাকাগুলিতে দায়িত্ব পালন করতে আসে দায়সারা মনোভাব নিয়ে। এদিকে জানা গিয়েছে হাতির তাণ্ডবে কারণে গ্রামবাসীরা রাতের পর রাত না জেগে পাহারা দিয়ে নিজেদের ঘরবাড়িসহ কৃষিজমি এর ফসল রক্ষা করতে হচ্ছে।

এনডিএ প্রার্থী

● প্রথম পাতার পর

দ্রৌপদীর সমর্থনে এনডিএ শিবিরের বাইরের দলগুলি এগিয়ে এসেছে, তাতে দ্রৌপদীর জয় কার্যত নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। তাঁর প্রতিপক্ষ যশবন্ত সিন্‌হা আগামী ২৭ জুন মনোনয়ন জমা দেবেন। উল্লেখ্য, এনডিএ প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু আজ মনোনয়ন জমা দেন। উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও এনডিএ-র সাংসদদের প্রবীন নেতারা।

এদিকে, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ) প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধী, তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান মমতা ব্যানার্জি এবং জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) সভাপতি শরদ পাওয়ারের সমর্থন চেয়েছেন।সূত্রের খবর, মুর্মু সোনিয়া, মমতা এবং পাওয়ার-র কাছে তাদের দলের সমর্থন চেয়েছেন। তিনি তিন নেতাকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সমর্থন জানানোর আহ্বান জানান। প্রসঙ্গত, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং এনসিপি সহ বিভিন্ন দল বিরোধী পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যশবন্ত সিনহাকে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। সূত্রের খবর, মুর্মু-র সঙ্গে ফোনে কথোপকথনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুভেচ

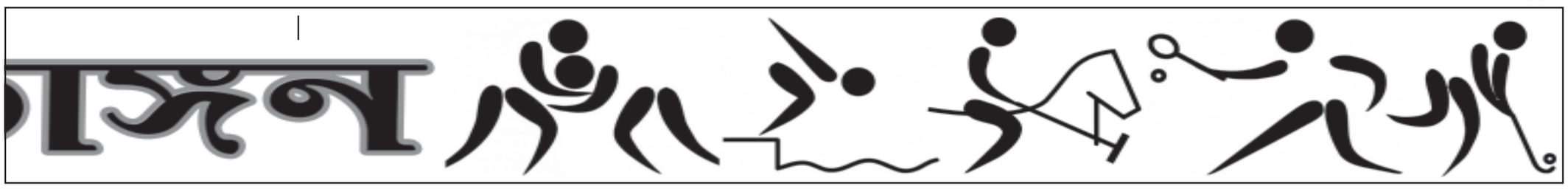

শান্তিরবাজারে স্থগিত থাকা স্কুল ক্রিকেট শুরু শনিবার থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। আগামীকাল থেকে আবার শুরু আসর। মুষলধারে বৃষ্টির জন্য বেশ কয়েকদিন স্থগিত থাকার পর। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৭ আন্ত: স্কুল ক্রিকেটে। প্রথম লিগের পঞ্চম ম্যাচে আজ বাইখোরা স্কুল খেলবে উত্তর তাউখোমা স্কুলের বিরুদ্ধে। বাইখোরা স্কুল মাঠে হবে ম্যাচটি। এবছর আসরে অংশ নিয়েছে মাত্র ৪ টি স্কুল:বাইখোরা স্কুল, ব্রিন্তক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জোলাইবাড়ি স্কুল এবং উত্তর তাউখামা স্কুল। ডাবল লিগ পদ্ধিতিতে হবে আসর। গ্রুপ লিগের শীর্ষে থাকা দুই দল ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করবে।

আসরের ফাইনাল ম্যাচ হবে ৪ জুলাই। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার যুগ্ম সচিব অমরেশ মজুমদার নতুন করে ক্রীড়াসূচী ঘোষনা করেন। আসরের সবকটি ম্যাচ হবে বাইখোরা স্কুল মাঠে। প্রথম লিগের ৪ ম্যাচের পরই আসর স্থগিত রাখা হয়েছিলো। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার কর্তারা আপ্রান চেষ্টা করে মাঠকে খেলার উপযুক্ত করে তুলেছেন।

ক্রীড়া সূচী

২৫ জুন: বাইখোরা স্কুল উত্তর তাউখোমা,
২৬ জুন: ব্রিন্তক সামাজিক সংস্থা জোলাইবাড়ি স্কুল,
২৭ জুন: জোলাইবাড়ি স্কুল উত্তর তাউখামা,
২৮ জুন: বাইখোরা স্কুল ব্রিন্তক সামাজিক সংস্থা,
২৯ জুন:ব্রিন্তক সামাজিক সংস্থা উত্তর তাউখামা,
৩০ জুন: বাইখোরা স্কুল জোলাইবাড়ি স্কুল,
১ জুলাই: বাইখোরা স্কুল উত্তর তাউখামা,
২ জুলাই:ব্রিন্তক সামাজিক সংস্থা জোলাইবাড়ি স্কুল,
৪ জুলাই: ফাইনাল।

যশ, শুভমের জোড়া শতরানে রঞ্জি চ্যাম্পিয়নের দোরগোড়ায় এম.পি

বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক, ২৪ জুন।। প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার দুরূহ কাজটা সেরে নিচ্ছে মধ্যপ্রদেশ। পাঁচ দিবসীয় টেস্ট ম্যাচে তৃতীয় দিনের খেলা শেষে মধ্যপ্রদেশ-ই চালকের আসনে উঠে এসেছে। আগামী দু''দিন তেমন কোনো অঘটন না ঘটলে এবারের রঞ্জি ট্রফি মূলতঃ মধ্যপ্রদেশের দোরগোড়ায়। সেয়ানে সেয়ানে লড়াই বলে কথা। যতদূর মনে হচ্ছে এবারকার রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল ম্যাচ, মুম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের মধ্যে খেলাটি ড্র-তে নিষ্পত্তি হবে। ঠিক এই মুহূর্তে মধ্যপ্রদেশ ৬ রানে পিছিয়ে রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাদের হাতে আরও সাত সাতটি উইকেট বর্তমান। ওপেনার যশ দুবে ও শুভম শর্মার প্রথম উইকেটের জুটি দুর্দান্ত খেলে দলের জন্য ২২২ রানের পার্টনারশিপ দলকে সাফল্যের কনফিডেন্স লেভেল অনেক উঁচুতে তুলে আনে। দলীয় ২৬৯ রানের মাথায় শুভম ব্যক্তিগত ১১৬ রানে মোহিত অভস্থির বলে হার্দিক জিতেন্দ্র তোমরের হাতে ক্যাচ দিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরলে পুনরায় যশ জুড়ি বাঁধে রজত পাতিদারের সঙ্গে। যশ, পাতিদার জুটি দলের জন্য ৭২ রান যোগ করলে মধ্যপ্রদেশ প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার মনোবল পেয়ে যায়। অতঃপর দলীয় ৩৪১রানের মাথায় যশ ব্যক্তিগত ১৩৩ রানে মুলানির বলে হার্দিক জিতেন্দ্রর হাতে ক্যাচ দিয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে রজত-আদিত্য দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ২৭ রান যোগ করে নাইট ওয়াচম্যান-এর ভূমিকায় থেকে যায়।

রজত পাতিদার ৬৭ রানে এবং অধিনায়ক আদিত্য শ্রীবাস্তব ১১ রানে উইকেটে রয়েছেন। মুম্বাইয়ের তুষার দেশপান্ডে, মোহিত অভস্থি ও মুলানি প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। উল্লেখ্য, এম, চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম গত বুধবার ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মুম্বাইয়ের অধিনায়ক পৃথ্বী শাহ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। দেড় দিনে মুম্বাই ১২৭.৪ ওভার খেলে ৩৭৪ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে সরফরাজ খানের ১৩৪ রান এবং যশস্বী ভূপেন্দ্র ৭৮ রান উল্লেখযোগ্য। গৌরব যাদব পেয়েছে চারটি উইকেট ১০৬ রানের বিনিময়ে। জবাবে মধ্যপ্রদেশ দেড় দিনের খেলায় ১২৩ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে ৩৬৮ রান সংগ্রহ করেছে। দলের পক্ষে যশ দুবের ১৩৩ রান এবং শুভম শর্মার ১১৬ রান উল্লেখযোগ্য।

হজ করতে যাবেন, ভারতের বিরুদ্ধে আদিল রশিদকে পাবে না ইংল্যান্ড

লন্ডন, ২৪ জুন (হি.স.) : ভারতের বিরুদ্ধে এক দিনের এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলবেন না ইংরেজ স্পিনার আদিল রশিদ। হজ করতে যাবেন বলে ক্লাব ইয়র্কশায়ারের হয়েও কিছু ম্যাচ খেলতে পারবেন না তিনি। ব্রিটিশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে রশিদকে হজ যাত্রার জন্য ছুটি দেওয়া হয়েছে।

হজ করে রশিদের ইংল্যান্ডে ফিরতে জুলাইয়ের মাঝামাঝি। ইংরেজ স্পিনার বলেন, "বেশ কিছু দিন ধরেই ভাবছিলাম হজে যাব। কিছুতেই সময় পাচ্ছিলাম না। এই বছর মনে হল, আমাকে যেতেই হবে। বোর্ডের সঙ্গে কথা বলি, ক্লাবের সঙ্গে কথা বলি। ওরাও রাজি আমাকে ছাড়তে। দু'সপ্তাহের জন্য আমি এবং আমার স্ত্রী যাব।" দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের আগে ফিরবেন রশিদ।

তাঁর কাছে হজ করতে যাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছেন রশিদ। তিনি বলেন, "আমার কাছে এটা বিরাট মুহূর্ত। প্রতিটা ধর্মেই কিছু বিশ্বাস থাকে। ইসলাম ধর্মে মুসলিমদের জন্য হজ একটা বিরাট জিনিস। বয়স থাকতে থাকতে, শরীরে জোর থাকতে থাকতে হজ করে নেওয়া উচিত। আমি নিজের কাছে দায়বদ্ধ হজ করতে যাওয়ার বিষয়ে।"

ভারতের বিরুদ্ধে এক দিনের এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাওয়া যাবে না রশিদকে। ৭ থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত চলবে এই দু'টি সিরিজ। অনেকেই বলছেন, ভারতের মতো কঠিন সিরিজের সময়ই রশিদের হজ করতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঠিক হয়নি। রশিদ বলেন, "আমার কখনও মনে হয়নি যে, ভারতের বিরুদ্ধে খেলা রয়েছে, এখন হজ করতে যাব না। আমার সব সময় মনে হয়েছে আমার যাওয়া উচিত। কোন দলের বিরুদ্ধে সিরিজ রয়েছে সেটা নিয়ে ভাবিনি। আমি ক্লাব এবং বোর্ডের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা খুব সহজেই বুঝেছে। দেশ এবং ক্লাবকে যখন পাশে পেয়েছি, তখন তো আর চিন্তা নেই।" —হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

জাতীয় এলিট বডিবিল্ডিংয়ে রাজ্যের দ্বৈপায়ন-এর সাফল্য

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। রাজ্যের ছেলে দ্বৈপায়ন-এর দুর্দান্ত সাফল্য। দিল্লিতে গত সোমবারে অনুষ্ঠিত এলিট ক্লাসিক বডিবিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরার দ্বৈপায়ন দে ৬০ কেজি ক্যাটেগরিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে রৌপ্য পদক পেয়েছে। তার এই সাফল্যে সমগ্র বডিবিল্ডিং মহল খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত বলে জানান বিশিষ্ট ক্রীড়া বিচারক তনয় দাস। এলিট ক্লাসিক চ্যাম্পিয়নশিপে রৌপ্য পদক জয়ের পাশাপাশি দ্বৈপায়ন পরদিন সেখানকার তালকাটোরা স্টেডিয়াম অনুষ্ঠিত ক্লাসিক বডিবিল্ডিং প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অর্জন করে ব্রোঞ্জ পদকও পেয়েছে। রামনগর তিন নম্বর রোডের বাসিন্দা বিমল দে এবং নমিতা দে-র ছেলে ২২ বর্ষীয় দ্বৈপায়ন জিম জিএস ফিটনেসে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে বিকি দাস-এর তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এই সাফল্যে তার পিতা-মাতা ও একমাত্র বোনের পাশাপাশি প্রশিক্ষকও অত্যন্ত আনন্দিত। আগামী দিনে দ্বৈপায়ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আসরে আরও সাফল্য পাবে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের প্রত্যাশা। এদিকে, আজ সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ এক অনুষ্ঠানে উত্তর বনমালীপুর বিটি রোডস্থিত জিএস ফিটনেস-এর পক্ষ থেকে দ্বৈপায়নকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে।

জি এস ফিটনেসও দ্বৈপায়ন-এর সাফল্যে অত্যন্ত খুশি। আগামী দিনে দ্বৈপায়নকে অনুসরণ করে এই ফিটনেস সেন্টার থেকে আরও অনেক প্রতিভা বেরিয়ে আসবে বলে কোচ এবং জিএস ফিটনেস সেন্টারের কর্ণধার ও কর্মকর্তাদের প্রত্যাশা।

ফের বাতিল ভিসার আবেদন , জিব্রাল্টার প্রণালী পারের স্বপ্ন ছাড়লেন সাঁতারু তাহরিনা

কলকাতা, ২৪ জুন (হি.স.) : ফের নাকজ হল বাংলার এই সাঁতারু তাহরিনা নাসরিনের জিব্রাল্টার প্রণালী পার হওয়ার জন্য ভিসার আবেদন। পর পর তিনবার এই আবেদন বাতিল হওয়ায় আর জিব্রাল্টার প্রণালী পার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারত সরকারের এই কর্মী।

২০১৫ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ১২ ঘণ্টা ৩৮ মিনিটে ইংলিশ চ্যানেল পার করেছিলেন তাহরিনা নাসরিন। পরে ২০১৮ সালের ২৩ নভেম্বর ৩ ঘণ্টা ৯ মিনিটে বাংলা চ্যানেল সিঙ্গল ক্রশ (১৬.১ কিলোমিটার) পার করেছিলেন তিনি। এরপর ২০১৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর ৮ ঘণ্টা ১৩ মিনিটে ডবল ক্রশ (৩২.২ কিলোমিটার) পার করেছিলেন তাহরিনা। আর ডবল ক্রশ পার করার পর তাহরিনার পরের লক্ষ্য ছিল জিব্রাল্টার প্রণালী। সূত্রের খবর, জিব্রাল্টার প্রণালী পার হওয়ার জন্য ২০১৯ সালে প্রথমবার ভিসার আবেদন করেন তাহরিনা নাসরিন। যদিও তাঁর আবেদন নামঞ্জুর হয়। পরে ২০২০ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য ভিসার আবেদন করেন তিনি। সেবারেও তাঁর আবেদন বাতিল হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে করোনা সংক্রমণের কারণে নতুন করে আর আবেদন না করলেও এই বছর জিব্রাল্টার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জিব্রাল্টার প্রণালী পার করার জন্য ১ জুলাই থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। সেইমত জুন মাসে তৃতীয়বারের জন্য ভিসার আবেদন করেন তাহরিনা। আর এবারেও তাঁর আবেদন নামঞ্জুর করা হয়েছে। বৃহস্পতিবারই এই খবর পেয়েছেন তিনি।

এদিকে তৃতীয়বার ভিসা বাতিল হয়ে যাওয়ায় ভেঙে পড়েছেন তাহরিনা। সব থেকে বড় বিষয় হল তাঁর ভিসা বাতিল করার পিছনে যে কারণ দেখানো হচ্ছে তা দেখে আরও অবাক হয়ে গিয়েছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তাহরিনা বলেন, 'আমি ওই দেশে গেলে আর ফিরব না, এই কারণ দেখিয়ে প্রতিবারই আমার ভিসা বাতিল করা হয়েছে। আর পরপর তিনবার আমার স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ায় আমি আর জিব্রাল্টার প্রণালী পার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' মন ভেঙে যাওয়ার পর আর জিব্রাল্টার প্রণালী পারাপারের স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। বরং এবার নতুন লক্ষ্য স্থির করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর সেই লক্ষ্যেই জলে নামবেন বলে জানিয়েছেন।---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

এশিয়ান আন্তর্জাতিক আসরে ভারতীয় দলে রাজ্যের জুডোকা অস্মিতা দে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক শহরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এশিয়ান ক্যাডেট এবং জুনিয়র জুডো প্রতিযোগিতা-২০২২। ১৮-২১ জুলাই হবে আসর। এই আসরে অংশ নেবে এশিয়ার সব দেশের জুডোকারা জুনিয়র পুরুষ ও মহিলা বিভাগে। উক্ত প্রতিযোগিতায় জাতীয় দলে নির্বাচিত হয়েছেন রাজ্যের সোনার মেয়ে অস্মিতা দে। এই প্রথম কোন আন্তর্জাতিক আসরে ত্রিপুরার মহিলা জুডোকা ভারতীয় দলে সুযোগ পায়। সে ৪৮ কেজি জুনিয়র মহিলা বিভাগে অংশ নেবে। প্রসঙ্গত কিছুদিন আগে অস্মিতা সর্ব ভারতীয় খেলো ইন্ডিয়া জুডো প্রতিযোগিতায় ৪৮ কেজি বিভাগে সোনা জয় করেছিল মধ্য প্রদেশের ভূপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে। সে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের প্রাক্তন কৃতি ছাত্রী। তার এই সাফল্যে মধ্য প্রদেশ এবং ত্রিপুরাবাসী গর্বিত। ক্রীড়াঙ্গনে অস্মিতার প্রথম গুরু ছিলেন ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের জুডো কোচ মানিক লাল দেব। সপ্তম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত স্পোর্টস স্কুলে পড়াশুনা ও জুডো প্রশিক্ষন নিয়েছে। ২০১৮ সালে খেলো ইন্ডিয়া স্কীমে ভূপাল পাড়ি দেয়। দীর্ঘ্য চার বছর মানিক স্যারের কাছেই নিরলস অনুশীলন করেগেছে। দক্ষিন জেলা বিলোনিয়ার কলেজ স্কোয়ার এলাকার অর্জুন কুমার দের গর্বের মেয়ে অস্মিতা। অস্মিতার লক্ষ্য বিশ্ব আসরে পদক জয় করা। তাঁর এই সাফল্যে গর্বিত ও আনন্দিত তার প্রথম কোচ মানিক লাল দেব। তাছাড়া অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন স্পোর্টস স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক প্রনব অখন্ড, স্কুলের দায়িত্ব প্রাপ্ত সহ-অধিকর্তা শান্তনু সূত্রধর, জাতীয় রেফারী প্রনব সাহা ও আরও অনেকে।

সুনীলদের খেলা নিষিদ্ধ হয়ে যেতে পারে ফিফার কড়া নির্দেশ ভারতীয় ফুটবল সংস্থাকে

সর্ব ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে (এআইএফএফ) কড়া নির্দেশ দিল ফিফা। ভারতীয় ফুটবলে যে যে জায়গায় গলদ রয়েছে সব ঠিক করতে হবে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে। ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে ফেডারেশনের সমস্ত নিয়ম কার্যকর করতে হবে। ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে করতে হবে নির্বাচন। এই নিয়ম না মানলে ফুটবল খেলাই বন্ধ হয়ে যেতে পারে সুনীল ছেত্রীদের। তিন দিনের জন্য ভারতে এসেছিলেন ফিফা এবং এএফসি-র কর্তারা। সেই তিন দিনের সফর শেষ হয় বৃহস্পতিবার। তাঁরাই স্পষ্ট ভাবে এই নির্দেশ মানার কথা জানিয়ে গিয়েছেন। ফিফা যদি ভারতকে ফুটবল বিশ্ব থেকে নির্বাসিত করে তা হলে সুনীলরা যেমন খেলতে পারবেন না, তেমনই অক্টোবর মাসে শুরু হতে চলা অনূর্ধ-১৭ মেয়েদের ফুটবল বিশ্বকাপও সরে যাবে অন্য দেশে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, ফিফা এবং এএফসি-র ওই দলের তরফে কঠোর ভাবে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে সমস্ত নিয়ম এবং নির্বাচন শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা না হলে মেয়েদের অনূর্ধ-১৭ বিশ্বকাপ সরিয়ে দেওয়ার কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফিফা চায় নতুন কর্তারা যথেষ্ট সময় পাক বিশ্বকাপ আয়োজন করার জন্য। সেই কারণেই ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্বাচন শেষ করতে বলে হয়েছে। ২০ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন কর্তারা দায়িত্ব নেবেন। কোর্টের কাছ থেকে এআইএফএফ-এর নতুন নিয়ম অনুমোদন করাতে হবে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে। গত মাসে প্রফুল্ল পটেলের নেতৃত্বে থাকা এআইএফএফ-কে ক্ষমতাচ্যুত করে সুপ্রিম কোর্ট। তিন জন সদস্যের একটি দল গঠন করে দেয় সর্বোচ্চ আদালত। সেই সদস্যদের দায়িত্ব দেওয়া হয় নির্বাচন করে নতুন এআইএফএফ কর্তাদের নিয়োগ করার। সুপ্রিম কোর্ট অনুমতি দিলে নতুন নিয়ম অনুমোদন করতে আরও সাত দিন সময় লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে।

জাতীয় ফুটবল : ৪ ম্যাচে ১৬ গোল, ওড়িশার কাছেও হেরে বিদায় ত্রিপুরার

ওড়িশা-২
ত্রিপুরা-০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। পরাজয় দিয়েই আসর শেষ করলো ত্রিপুরা। ৪ ম্যাচে ১৬ গোল হজম করে আজ রাজ্যে ফিরছে বাসন্তি রিয়াং-রা। শুক্রবার গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে ওড়িশার বিরুদ্ধে ভালো লড়াই করলেও হারতে হয়েছে রাজ্যদলকে। অসমের সোনাপুরে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের জানিয়র ফুটবলে। ওই রাজ্যের এল এন আই টি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এদিন ত্রিপুরা পরাজিত হয় ০-২ গোলে, ওড়িশার বিরুদ্ধে। তবে প্রাপ্ত সুযোগ গুলো যদি কাজে লাগাতে পারতো ত্রিপুরা তাহলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হতে পারতো। প্রথমার্ধে ২ গোল হজম করার পর দ্বিতীয়ার্ধে মোসুমী ওরাং এর শট যদি ক্রশবারে লেগে ফিরে না আসতো তাহলে ম্যাচ আরও জমতো। এছাড়া দ্বিতীয়ার্ধেই মৌসুমী সহ স্নেহা দেবনাথ দুটি সহজ সুযোগ নষ্ট করে দলকে চাপে ফেলে দেয়। এদিন খেলার শুরুতেই বিপক্ষের জনৈক ফুটবলারের নেওয়া শট ক্লিয়ার করতে গিয়ে জটলায় ত্রিপুরার ফুটবলারের মাথায় বল লেগে জালে জড়িয়ে যায়। প্রথমার্ধের শেষ সময়ে আরেকটি গোল হজম করে ত্রিপুরা। খেলা শেষে অসম ছাড়ার আগে ত্রিপুরা দলের কোচ শুভেনজিৎ সিনহা বলেন, 'অন্য ম্যাচগুলোর তুলনায় এদিন ভালো খেলেছে মেয়েরা। কিন্তু অভিজ্ঞতা না থাকায় হারতে হলো। তবে জাতীয় আসরে ভালো ফলাফল করতে হলে আমাদের প্রস্তুতিতে আরও সময় দিতে হবে। মাত্র ৭ দিনের প্রশিক্ষণে ভালো ফলাফল করা যায় না। মনিপুর, মিজোরাম সহ বেশ কয়েকটি দল প্রায় দুই মাস অনুশীলন করে আসরে খেলতে এসেছে। ওই দলের ফুটবলাররা আসরে ভালোও খেলছে। আমাদেরও এমন সুযোগ দিতে হবে রাজ্য ফুটবল সংস্থাকে'। ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে ০-১৬ গোলে জয় পাওয়ার এদিন অন্ধ্রপ্রদেশকে ০-১৮ গোলে পরাজিত করে মনিপুর।

লা লিগার সূচি প্রকাশিত, কবে খেলতে নামবে রিয়াল-বার্সা

স্পেনের ঘরোয়া লিগ লা লিগার আগামী মরসুমের সূচি প্রকাশিত হল। ১৪ অগস্ট থেকে শুরু হতে চলেছে মরসুম। প্রথম দিনই মাঠে নামবে লিগের ২০টি দল। গত বারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ প্রথম ম্যাচে খেলতে যাবে আলমেইরা। অন্য দিকে বার্সেলোনা নিজেদের ঘরের মাঠে খেলবে রায়ো ভায়েকানোর বিরুদ্ধে। আতলেতিকো মাদ্রিদ মুখোমুখি হবে গেতাফের। প্রথম দিনের বাকি ম্যাচগুলি হল, কাডিজ বনাম রিয়াল সোসিয়েদাদ, ভায়াদোলিদ বনাম ভিয়ারিয়াল, ওসাসুনা বনাম সেভিয়া, সেল্টা ভিগো বনাম এস্প্যানিয়ল, অ্যাথলেটিক ক্লাব বনাম মায়োর্কা, ভ্যালেন্সিয়া বনাম জিরোনা ও রিয়াল বেটিস বনাম এলচে। আগামী মরসুমে প্রথম এল ক্লাসিকো হবে সান্তিয়াগো বের্নাবাউতে। রিয়াল মাদ্রিদের ঘরের মাঠে তাদের মুখোমুখি হবে বার্সা। গত বারের দু'টি এল ক্লাসিকোতে একটি করে ম্যাচ জিতেছিল রিয়াল ও বার্সা। দু'দলই নিজেদের ঘরের মাঠে হেরেছিল। এ বার ঘরের মাঠে এল ক্লাসিকো জিততে চাইছে গত বারের লা লিগা চ্যাম্পিয়নরা।

কেক কেটে পালন মেসির জন্মদিন

কলকাতা, ২২ জুন (হি. স.): শুক্রবার ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির জন্মদিন। ফুটবল তারকার জন্মদিনে লিওনেল মেসির ৩৫ বছরে জন্মদিন বিশেষ ভাবে পালন ইছাপুরে।

ইছাপুরের নবাবগঞ্জে বিশ্ব ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির জন্মদিন পালন অনুরাগীদের। শুরু আর্জেন্তিনাতে নয়, মেসির অনুরাগীরা ছড়িয়ে রয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। আর তাই মেসির জন্মদিনে বিপুল আয়োজন করা হল ইছাপুরের নবাবগঞ্জে। কেক কাটা থেকে শুরু করে পঞ্চব্যাঞ্জন খাবার-দাবার, এলাহী আয়োজন। এলাকার ৮ থেকে ৮০, সকল বয়সের মানুষ মেতে ওঠে মেসির জন্মদিন উদযাপনে।

আসামে প্রিমিয়ার লিগ হ্যান্ডবল, অংশ নেবে ত্রিপুরার বালিকারা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন। আসামে প্রিমিয়ার লিগ হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা শুরু ১০ জুলাই, চলবে ১২ জুলাই পর্যন্ত। অসম হ্যান্ডবল সংস্থার উদ্যোগে হবে প্রথম বর্ষ ওই আসর। খেলা হবে ডি টি আর পি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। আসরে অংশগ্রহণের জন্য দেশের ২৯ টি রাজ্যকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে ত্রিপুরাও। আসরে অংশগ্রহণের জন্য ত্রিপুরা দলের নির্বাচনী শিবির ২৯ জুন। ওইদিন সকাল ১১ টায় পুলিস মাঠে হবে নির্বাচনী শিবির। বালিকা বিভাগে। রাজ্য হ্যান্ডবল সংস্তার সচিব লিটন রায় এক বিবৃতিতে এখবর জানিয়েছেন।

সন্ধান চাই

Ref :- West Agartala Women PS GDE No.17 dt. 15/06/22

পাশের ছবিটি শ্রীমতি লক্ষী সরকার, স্বামী শ্রী সুরঞ্জন দাস, প্রযত্নে কাজল দাস, সাং-চান্দিনীমুড়া, নেতাজী ক্লাব, থানা-পশ্চিম আগরতলা, বয়স-১৪ বছর, উচ্চতা -৪ ফুট ৪ ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, পরনে আকশি রঙের চুড়িদার। গত ০৩/০৬/২০২২ইং তারিখ আনুমানিক দুপুর ১টা সময় নিজ বাড়ি থেকে কাউকে না বলে বাহির হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত বাড়িতে ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। উপরের উল্লেখিত মহিলার সম্বন্ধে কাহার কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০,
৩। পশ্চিম ত্রিপুরা মহিলা থানা- ০৩৮১-১৩২৫৪৫৪

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-457/22

আত্মীয়ের সন্ধান চাই

Ref :- West Agartala Women PS G.D. Entry No.22 dt. 20/06/22

পাশের ছবিটি একজন মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলার ছবি, নাম -আলিয়া খালা, ঔরফ - লেখা জমাতিয়া, উচ্চতা-৫ফুট, গায়ের রঙ-শ্যামলা, স্বাস্থ্য-স্বাভাবিক, পরনে -গোলাপী রঙের নাইটি। গত ২০/০৬/২০২২ইং তারিখ আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশ কর্মীগণ কুঞ্জবন এলাকা থেকে উদ্ধার করেন। জিজ্ঞাসায় তিনি তাঁর ঠিকানা বলতে পারেন না। এবং কোন কথাই তিনি বলছেন না। সন্দেহ করা হচ্ছে তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন। মাননীয় আদালতের আদেশ মূলে নরসিংগড়স্থিত আধুনিক মানসিক হাসপাতালে গত ২১/০৬/২০২২ইং তারিখ চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়। আজ পর্যন্ত কোন আত্মীয় স্বজন ঐ হাসপাতালে যোগাযোগ করেননি। উপরের উল্লেখিত মহিলার সম্বন্ধে কাহার কোন তথ্য জানা থাকিলে বা আত্মীয় স্বজন থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০,
৩। পশ্চিম ত্রিপুরা মহিলা থানা- ০৩৮১-১৩২৫৪৫৪

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-453/22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No. 03/EE/ E-CELL/ ARDD/2022-23, dated : 21/06/2022.

MEMO No. F.1 (20)/E-CELL/ARDD/WORKS/TENDER/ 21/ 722-728 dated : 21/06/2022.

Online Percentage rate bids in single bid percentage rate e-tender are invited on behalf of the 'Government of Tripura' in PWD FORM-7 (SEVEN) upto 3.00 pm on 11/07/2022 for DNIeT No. 47/EE/E-CELL/ARDD/2021-22. All details can be seen in the office of the undersigned. For details please visit www.tripuratenders.gov.in and https://ardd.tripura.gov.in. For any quary please contact 9436969700.

Sd/- (Er. Othello Dewan)
Executive Engineer
E-Cell, ARDD, P. N. Complex
Agartala, West Tripura.

ICA-C-985/22

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বিশেষ অফার

আগরতলা, ২৪ জুন।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে "বিশেষ রথযাত্রা উৎসব অফার" যা চলবে ২৭শে জুন থেকে ২রা জুলাই ২০২২ পর্যন্ত। এই বিশেষ বার্ষিক অফারটি এমন একটি উৎসবকে উৎসর্গ করা হয়েছে যা ঐশ্বরিক শক্তির পরিপূর্ণতা প্রকাশ করে। প্রভু জগন্নাথদেব-এর কৃপায় এই বছরের বিশেষ আকর্ষণ হল, প্রভুর কৃপা ধন্য সোনার গয়নার চোখ ধাঁধানো সম্ভার। এছাড়াও থাকছে সোনা আর হিরের গয়নার এক্সক্লুসিভ কালেকশন। আর সব গয়নার কালেকশনের ওপর থাকছে বিশেষ ছাড়। পাশাপাশি থাকছে প্রচুর অফার, লাকি ড্র ও অনেক আকর্ষণ।

প্রতি গ্রাম সোনা আর হিরের গয়নার কেনাকাটায় থাকছে ২২৫ টাকার বিশেষ ছাড়। প্রতিদিন লাকি ড্র-এ থাকছে গৃহস্থালি সামগ্রী।মেগা ড্র হিসেবে থাকছে ৩ ভাগ্যবান পরিবারের ২ জনের জন্য ৩ রাতের পুরী প্যাকেজ ট্যুর।এছাড়া রথযাত্রা উপলক্ষ্যে যাঁরা কেনাকাটা করবেন তাঁদের প্রত্যেকের জন্য পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ- এর ব্যবস্থা থাকছে।

একইসঙ্গে আমাদের সবসময়ের জন্য থাকা সুবিধা ও পরিষেবা, যেমন - সোনায় সোহাগা (সোনা ও হিরের গয়নার কেনাকাটায় বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম), পুরনো সোনার বদলে নতুন সোনার গয়না, জ্জওজ্জ ও ওছজ্জ পরীক্ষিত গ্রহ রত্ন ও থাকছে।সব মিলিয়ে রথযাত্রা উৎসবে ক্রেতাদের জন্য চোখধাঁধানো গয়নার সম্ভার থাকছে।

প্রভু জগন্নাথদেব-এর আভায় উজ্জ্বল এক সোনার গয়নার বিশেষ কালেকশনের উদ্বোধন করেন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের মুখ্য সেবায়েত পরম পূজনীয় শ্রী জগন্নাথ কুমার দ্বৈতপতি।

শ্রী জগন্নাথ কুমার দ্বৈত পতি জানান, "এখানে এসে এত সুন্দর গয়নার কালেকশন উদ্বোধন করতে পেরে আমি খুবই খুশি। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর এই অসাধারণ উদ্যোগের জন্য তাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা জানাই। আগামী দিনে তারা আরও এগিয়ে চলুক ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই করি।"

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন, "আমাদের সংস্থার কাছে এই রথযাত্রা খুবই বিশেষ একটা উৎসব। তার কারণ আজ থেকে ৬২ বছর আগে এই শুভ দিনেই শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর পথ চলা শুরু হয়েছিল। সেজন্য প্রত্যেক বছর সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই শুভ অনুষ্ঠানটা আমরা বিশেষভাবে পালন করি।"

সংস্থার অপর ডিরেক্টর রূপক সাহা জানান, "এত বছর ধরে গ্রাহকরা আমাদের ওপর যেভাবে বিশ্বাস আর ভরসা রেখেছে তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আর এটাই আমাদের আরো এগিয়ে চলার পথে অনুপ্রেরণা দেয়, উৎসাহিত করে। এই রথযাত্রা অফার আসলে আমাদের ক্রেতাবন্ধুদের সঙ্গে এই উৎসব উৎযাপনের একটা পথ।"

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর এই বিশেষ রথযাত্রা অফার ত্রিপুরার সব শোরুম (আগরতলা, খোয়াই, ধর্মনগর এবং উদয়পুর) ২৭শে জুন থেকে ২রা জুলাই ও কলকাতার সব শোরুমে (গড়িয়াহাট, বেহালা এবং বারাসাত) ২৭শে জুন থেকে ৩রা জুলাই পর্যন্ত চলবে।

বিশালগড়ে মেয়াদোত্তির্ণ সামগ্রীর বিরুদ্ধে অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ জুন।। দীর্ঘদিন ধরেই বিশালগড় বাজারের মুদির দোকান গুলোতে মেয়াদ উত্তীর্ণ দ্রব্য সামগ্রীর ছড়াছড়ি ছিল। কিন্তু এতদিন প্রশাসনের কোন পদক্ষেপ না থাকলেও সবকিছু জানা সত্ত্বেও কোন ভুমিকা পালন করেননি। শুক্রবার হঠাৎ বিশালগড় মহকুমা শাসক অফিসের খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা এবং বিশালগড় মহকুমাশাসক অফিসের ডিসিএম সহ খাদ্যদপ্তরের অন্যান্য কর্মীরা বিশালগড় নিচের বাজারের মুদি দোকান গুলোতে অভিযান চালায়। অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মুদি দোকান থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ দ্রব্যসামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে। খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা এবং ডিসিএম বিশালগড় থানার পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর সহায়তায় এই অভিযান চালায়। প্রশাসনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন এখন থেকে এই ধরনের অভিযান জারি থাকবে।

কাজ হারাচ্ছেন মৃৎশিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ জুন।। বিজ্ঞানের যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে মাটির তৈরি বিভিন্ন সামগ্রীর। সমগ্র দেশের পাশাপাশি এ রাজ্যে মৃৎশিল্পীদের দ্বারা তৈরি মাটির রকমারি সামগ্রীর দিন দিন কদর হারিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ছোঁয়া পেয়ে মানুষজন প্লাস্টিকের তৈরি সামগ্রী দিকে ঝুঁকছে। মূলত প্লাস্টিক সামগ্রী দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাওয়াতে পৃথিবী তার স্বাভাবিক পরিবেশ যেমন হচ্ছে তেমনি মানব জীবনে বয়ে আনছে বিভিন্ন রোগ ব্যাধীর আক্রমণ। সে যাই হোক না কেন, মৃৎ শিল্পীরা তাদের ব্যাবসাতে টান ধরাতে কাজ হারাচ্ছে দিন দিন। নিজেদের গৌরবের কাজ হারিয়ে মৃৎশিল্পীরা আজ অন্য পেশার সন্ধানে ছোটাছুটি করছে। কথা হচ্ছিল তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকের অধীনে তুইসিন্দ্রাই বাড়ি এলাকার মৃৎশিল্পের সুধীর রুদ্রপালের সাথে। কথা প্রসঙ্গে তিনি আক্ষেপের সুরে জানান, দ্রুত হারে প্লাস্টিক সামগ্রী বাজারে আশায় মাটির তৈরি সামগ্রী কদর অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছে। মূলত খেয়ে বেঁচে থাকা খুবই দুষ্কর ব্যাপার বর্তমান সময়কালে হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতে তুইসিন্দ্রাই এলাকায় ৩০ থেকে ৩৫ জন মৃৎশিল্পী ছিলেন যারা মাটির দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করে পরবর্তীতে বাজারজাত করে রুটি-রুজির সন্ধান করতো বলে জানান সুধীর রুদ্রপাল। বর্তমানে সেই তুইসিন্দ্রাই বাড়ি এলাকার মাত্র তিনজন মৃৎশিল্পী রয়েছে, যারা মৃৎ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। বাকি মৃৎশিল্পীরা মাটির তৈরি সামগ্রী তৈরি করা ছেড়ে দিয়েছেন। ফ্যান্টাসি মানুষজন প্লাস্টিক সামগ্রীর দিকে বেশি ঝুঁকছেন। ফলে পৃথিবী তার স্বাভাবিক পরিবেশ হারিয়ে বিষাক্ত ময় হয়ে উঠতে পারে বলে ধারণা কোন কোন মহলের।

পরিষেবার মানোন্নয়ন নিয়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নতুন চেয়ারম্যান আশার আলো দেখাতে পারলেন না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের পরিষেবা নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন শাখা থেকে নানা অভিযোগ আছে। সাথে ব্যাঙ্কের নানা স্তরের কর্মীরাও বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে লাগাতর আন্দোলন করছেন। এইসব অব্যবস্থা নিয়ে ব্যাঙ্কের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কোন হেলদোল নেই। এদিকে, ব্যাঙ্কের নতুন চেয়ারম্যানের কাছে ওইসব সমস্যাগুলি নিয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে জানতে চাওয়া হলে তিনিও এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

আজ ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ৩১/০৩/২০২২ ইং পর্যন্ত ব্যাংকের অর্থনৈতিক চিত্র তুলে ধরা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের বিদায়ী চেয়ারম্যান মহেন্দ্র মোহন গোস্বামী, ব্যাংকের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিং, জেনারেল ম্যানেজার শিশির কুমার রোহত্যাগী, একাউন্টস দপ্তরের প্রধান কার্তিক দেববর্মা ও ডেভেলপমেন্ট দপ্তরের প্রধান পায়েল সাহা। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়।

বিদায়ী চেয়ারম্যান আবেগঘন ভাষায় উনার পাঁচ বছরের কার্য্যকালে ব্যাংকের সাফল্য তুলে ধরেন। দৈনিক হাজিরা কর্মীদের মজুরী বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশ্নের সঠিক জবাব বিদায়ী চেয়ারম্যান দিতে পারেননি। শুধু বলেছেন সবার থেকে নাকি বেশি দেওয়া হচ্ছে। যদিও সর্বত্র দাবি করা হয় ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক নাকি ভারতবর্ষে প্রথম স্থানাধিকারি। সকল স্তরের কর্মী অফিসারগণ মনে প্রাণে চান দৈনিক হাজিরা কর্মীদের মজুরী বৃদ্ধি হউক। কারন ওরাই ব্যাংকের আসল সম্পদ। দৈনিক হাজিরা কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি না হলে অচিরেই সব স্তরের কর্মীরা বৃহদতর আন্দোলনে যাবে বলেও সূত্রের খবর।সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নবাগত চেয়ারম্যান জানান প্রত্যেকটি শাখায় প্রয়োজনীয় সুবিধাদি অবিলম্বে সম্পন্ন করা হবে। ধীরগতির নেট ওয়ার্ক, ব্যাংকের এটিএম স্থাপন, পর্যাপ্ত কর্মী নিয়োগ নিয়ে কোনো সঠিক উত্তর আজ সাংবাদিকরা পাননি। সব উত্তর ছিল পাশকাটানো।

এদিকে সূত্রের খবর নতুন চেয়ারম্যান দৈনিক হাজিরা কর্মীদের মজুরী বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয় নাকি আগামী বোর্ড মিটিংয়ে তুলবেন অথচ উনি এসেই কর্মীদের নানাবিধ সমস্যায় ফেলে দিচ্ছেন। এভাবে চলতে থাকলে অচিরেই ব্যাংকে খুব বড় ধরনের আন্দোলন কর্মসূচী শুরু হতে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য ব্যাংকের সব শাখা কর্মী স্বল্পতায় দীর্ঘদিন যাবৎ ভুগছে। অতন্ত্য ধীরগতির নেট ওয়ার্ক প্রতিদিন প্রত্যেক শাখায় কর্মীদের কাছে এক বিভীষিকা। সদিচ্ছা স্বত্বেও কর্মীরা গ্রাহকদের সঠিক সেবা দিতে পারছেন না। এটিএম কার্ডের অভাবে অনেক শাখা গ্রাহকদের কার্ড দিতে পারছে না। এই নিয়ে প্রতিনিয়ত গ্রাহকগণ ব্যাংকের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করছেন। এই সমস্ত বিষয়ে আজ একটিও সঠিক উত্তর সাংবাদিকরা পান নি।

যাই হোক আজ ভারতবর্ষের এক নম্বর গ্রামীণ ব্যাংকের ফিনান্সিয়াল রিপোর্ট পেশ করা হয়। ব্যাংকের প্রভূত লাভ এই অর্থ বছরে হয়েছে। জনধন যোজনায় অনেক খাতা খোলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ফ্লেগশিপ প্রকল্পে খুব ভালো কাজ করেছে ব্যাংক। এই সকল কাজেই দৈনিক হাজিরা কর্মীদের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু এই দুর্মূল্যের সময়ে তাদের হাজিরা নামমাত্র।

পুলিশের বাস ও অটোর সংঘর্ষে আহত পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ জুন।। পুলিশের বাস ও অটোরিকশার মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয় মোট ৫ জন। ঘটনা মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন আঠারো মুড়া পাহাড়ের ৩৭ মাইল এলাকায়।বর্তমানে দুজনের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহাকুমার হাসপাতাল এবং অন্য আরেকজনের চিকিৎসা চলছে আগরতলার হাসপাতাল জিডিপি তে। উল্লেখ থাকে,,মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন ৩৭ মাইল এলাকার জাতীয় সড়কে শুক্রবার বিকেলেকটি যাত্রীবাহী অটোযাত্রী নিয়ে মুঙ্গিয়াকামী দিক থেকে তেলিয়ামুড়া আসার পথে উল্টো দিক থেকে একটি পুলিশের বাস গাড়ির সঙ্গে বাঁক নিতে গিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যাত্রীবাহী অটো গাড়িটি। ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে পথ চলতি সাধারণ মানুষজন অটো গাড়িতে থাকা চালকসহ ৬ জনের মধ্যে ৫ জনকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। এর মধ্যে লক্ষ্মী চরণ দেববর্মা; অদিরাই দেববর্মা এবং লক্ষীতি দেববর্মা গুরুতর আহত হয়। বাকি দুজন অল্পবিস্তর আহত হওয়ায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়। অন্যদিকে অদিরাই দেববর্মার অবস্থা আশঙ্খাজনক হওয়ায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা জিবি হাসপাতালে প্রেরণ করে। তাছাড়া লক্ষ্মী চরণ দেববর্মা এবং লক্ষীতি দেববর্মা"কে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা শুরু করে।

তেলিয়ামুড়ায় বুলেট ক্লাবের উদ্যোগে বৃক্ষরোপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ জুন।। গাছই জীবন আর গাছ লাগানো হোক প্রতিটি মানুষের প্রথম কাজ।মানব কুলের জন্য গাছের অবদান অপরিসীম।আর সেই মানবকূলকে রক্ষা করার তাগিদে তেলিয়ামুড়া বুলেট ক্লাব এর উদ্যোগে এবং হনুমান পূজা কমিটির সহযোগিতায় বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ২২ গড়িয়া এলাকায় শুক্রবার বিকেলে।এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের পৌর পিতা রূপক সরকার, তেলিয়ামুড়া মহকুমাপুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ জমাতিয়া এবং ক্লাবের সভাপতি সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। এদিকে গাছের সংখ্যা দস্যুদের দৌলতে দিনের-পর-দিন হ্রাস পাচ্ছে। প্রতিদিন উজাড় করে দিচ্ছে বনাঞ্চলের মূল্যবান গাছ গাছালি। বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে,প্রথমে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়।

ক্লাবের পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত অতিথিদের প্রথমে গাছের চারা দিয়ে বরণ করে নেন ক্লাব সদস্যরা।পরে রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা কল্যাণী রায় নিজের হাতে ২২ গড়িয়া এলাকায় বৃক্ষ রোপন করেন। এই দিনেরঅনুষ্ঠানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রাজ্য বিধানসভার ক্ষেত্রে কল্যাণী রায় বলেন, কোভিড পরিস্থিতি চলাকালীন অক্সিজেনের সংকট দেখা দিয়েছিল।আর সে দিকে তাকিয়ে প্রতিটি মানুষকে শিক্ষা নেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি আরো বলেন এই পরিবেশকে সবুজ রাখতে হবে। আর তার জন্য সবাইকে একত্রিত হয়ে গাছ লাগানো একান্ত প্রয়োজন বলে তিনি বক্তব্য তুলে ধরেন।

তেলিয়ামুড়ায় বামপন্থী যুব সংগঠনের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ জুন।। পেট্রোল ডিজেল সহ রান্নার গ্যাসের দাম অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হ্রাসশ করা সহ ছয় দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সিপিআইএম-এর দুইটি যুব সংগঠনের উদ্যোগে এক মিছিল সংঘটিত করা হয় তেলিয়ামুড়াতে শুক্রবার দুপুরে। এদিনের সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটি কার্যালয়ের এর সামনে এসে ডি ওয়াই এফ আই এবং টি ওয়াই এফ এর সমর্থকরা জড়ো হয়।সেখান থেকে ছয় দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শ্লোগান তুলে তেলিয়ামুড়া শহরের বিভিন্ন পরিক্রমা করে। পরে মিছিলটি বিভাগীয় কার্যালয়ের সামনে এসে সমাপ্তি হয়। এদিনের এই ছয় দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য কমিটির সভাপতি পলাশ ভৌমিক, ডিওয়াইএফআই তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক রঞ্জু দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। ছয় দফা দাবি গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবিগুলো হলো, অবৈধ নেশা ও জুয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, প্রতিবছর টেট পরীক্ষা নেওয়া সহ টেট এবং নার্সিং উর্তীন্ন দের দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করতে হবে।

দুঃস্থ মেধাবী পড়ুয়াদের জন্য বৃত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ জুন।। সৎ এবং মহৎ উদ্দেশ্য থাকলে সবকিছু কাজে অনায়াসে অসম্ভব তাও সম্ভব হয়ে প্রতিফলিত হয়। প্রয়াত পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং স্মৃতিকে ধরে রাখার সুযোগ্যা পুত্রের অনন্য উদ্যোগ। তেলিয়ামুড়ার ততকালীন নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান তথা ত্রিপুরা পুলিশের প্রাক্তন ডি এস পি প্রয়াত ক্ষীতিশ চন্দ্র দেবের স্মৃতিতে দুস্থ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি চালু করলেন উনার পুত্র তথা ত্রিপুরা রাজ্যের সনামধন্য আইনজীবী ভাস্কর দেব। তেলিয়ামুড়ার দশ টি বিদ্যালয়ের মোট ২০ (কুড়ি) জন ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে চালু করা হয় ক্ষীতিশ দেব স্মৃতি বৃত্তি নামাংকিত এই বৃত্তি। বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া কবি নজরুল বিদ্যাভবন এর হল ঘরে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এর প্রাথমিক পথ চলা। উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্ভোদন করেন তেলিয়ামুড়ার বিশিষ্ঠ শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক নিত্যানন্দ দেব। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধান সভার মূখ্য সচেতক কল্যানী রায়, উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার পুলিশ আধিকারিক ভানুপদ চক্রবর্তী, ত্রিপুরা পুলিশের প্রাক্তন এস পি স্মৃতি রঞ্জন দাস, প্রয়ার ক্ষীতিশ দেবের সুপুত্র আইনজীবী ভাস্কর দেব সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কল্যানী রায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভাস্কর দেব এর এই শুভ উদ্যোগের ভুয়সী প্রশংসা করেন। তিনি উপস্থিত সকলের প্রতি এবং সমগ্র তেলিয়ামুড়া বাসির প্রতি আহ্বান রাখেন এই ধরনের কাজে এগিয়ে আসার জন্য। যাতে করে অর্থের অভাবে কোন মেধা সমাজ থেকে হারিয়ে না যায়।

কৈলাসহর উন্নয়ন মঞ্চ ফের আন্দোলনে নামল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। ফের কৈলাসহর শহরের উন্নয়নের দাবীতে আন্দোলনে মাঠে নামলো 'কৈলাসহর উন্নয়ন মঞ্চ'। শুধু তাই নয়, কৈলাসহর উন্নয়ন মঞ্চের পক্ষ থেকে অভিনব এক প্রতিকী আন্দোলনের ঘোষণা করা হয়েছে। কৈলাসহর উন্নয়ন মঞ্চের পক্ষ থেকে কৈলাশসহর পুর পরিসদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার প্রদীপ সরকারের কাছে দুই দফা দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ডেপুটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন রাজ্যের বরিস্ট আইনজীবী চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, মলয়েন্দ্র ঘোষ রায়, ভাস্কর ঘোষ অধিকারী শ সহ অন্যান্যরা। ডেপুটেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, শহরের স্ট্রীট লাইটগুলি প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে জ্বালানো এবং খানাখন্দে ভরা শহরের রাস্তাগুলো অবিলম্বে সংস্কার করা। ডেপুটেশন শেষে কৈলাসহর উন্নয়ন মঞ্চের প্রচার সচিব ভাস্কর ঘোষ অধিকারী বলেন যে, দীর্ঘদিন ধরেই কৈলাসহরের উন্নয়নের দাবিতে কৈলাসহর উন্নয়ন মঞ্চ আন্দোলন করে আসছে। মূলত তের দফা দাবি নিয়ে উন্নয়ন মঞ্চ দীর্ঘ প্রায় দশ বছর ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়ন মঞ্চের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদানের সাথে সাথে অভূতপূর্ব আন্দোলন কর্মসূচিও ঘোষণা করা হয়। মঞ্চের প্রচার সচিব ভাস্কর ঘোষ অধিকারী আরও বলেন যে, চলতি বছরের জুলাই মাসের পনের তারিখের মধ্যে বাতিস্তম্ভ গুলিতে আলো না জ্বললে, আগামী ১৬ই জুলাই শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় প্রতিটি বাতিস্তম্ভের নিচে একটি করে মোমবাতি জ্বালিয়ে শহরকে আলোকময় করে প্রতীকি প্রতিবাদ জানানো হবে। মূলতঃ ওই দিন সন্ধ্যায় সেন্ট্রাল রোডের নেতাজি কর্নার থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সামনের বাতিস্তম্ভ গুলিতে মোমবাতি জালিয়ে প্রতিবাদ জানানো হবে।

অগ্নিপথ প্রকল্পের নিন্দা জানাল আমরা বাঙালী যুব সমাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। অগ্নিপথ প্রকল্পে গোটা দেশে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। বিজেপি সরকার ছাড়া প্রত্যেকে এই প্রকল্পের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছেন। শুক্রবার বাঙালি যুবসমাজ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে আমরা বাঙালি দলের ছাত্র নেতারা এ প্রকল্পের নিন্দা জানিয়েছেন। তাদের কথায় দেশের যুবকদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে বিজেপি সরকার কোন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে না এখন পর্যন্ত। এদিন মূলত বাঙালি ছাত্র যুব সমাজ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সেনাবাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে উর্ধতন বয়স ন্যূনতম ২৫ বছর করতে হবে এবং

চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ করে নিয়মিত পদে নিযুক্তি দিতে হবে। সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত সেনা কর্মচারীদের উপযুক্ত বেতন-ভাতাসহ সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও দিতে হবে। সেনাবাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতাই প্রধান মাপকাঠি হবে। দলবাজি বা কোনরকম দুর্নীতি যেন প্রশ্রয় না পায় কতৃপক্ষকে তা নিশ্চিত করতে হবে বলে দাবি জানানো হয়েছে এদিন। সরকার যেভাবে অগ্নিপথ প্রকল্প চালু করতে চাইছে সেভাবে দেশের যুব সমাজ অন্ধকারে ধাবিত হচ্ছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন বাঙালি ছাত্র-যুবসমাজ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির নেতৃত্বরা।

প্রবীণ নাগরিককে ভোটে বাধা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণদিত : সলিল দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। রাজধানী আগরতলা শহরের প্রবীণ নাগরিক সলিল দেববর্মা উপনির্বাচনে ভোটদানে বাধা এবং শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন। ওই ঘটনা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে তিনি তীব্র ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আজ তাঁর সাথে দেখা করতে যান কংগ্রেস প্রার্থী প্রাক্তন বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এবং রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে ভোটারদের নির্ভয়ে ভোট দানের আহ্বান জানানো হয়েছিল। নির্বাচনী আচরণবিধি লংঘনকারী এবং আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে এসব আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। প্রবীণ নাগরিক সলিল দেববর্মা তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে শুক্রবার এই মন্তব্য করেন। এদিন তিনি বলেন শুধুমাত্র আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশ দিলেই চলে না। সরকারি এইসব নির্দেশাবলী কঠোর ভাবে পালন করার প্রচেষ্টা থাকা দরকার। এবারের উপনির্বাচনে তা মোটেই লক্ষ্য করা যায়নি। তাঁর বক্তব্য, প্রশাসন নির্দেশ দিয়েছিল সকলেই নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবেন। কিন্তু বাস্তবে তাঁর প্রতিফলন দেখা যায়নি। সকলে ভোট দিতে পারেননি, অভিযোগ করেন তিনি। তিনি জানতে চেয়েছেন, কোথায় গেল আইনের রক্ষকরা? কোথায় গেল পুলিশ? কোথায় গেল অবজারভাররা? প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন সবচেয়ে ভালো ভূমিকা পালন করেছে সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকরা। সচেতন নাগরিকদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি। তিনি বলেন, সচেতন নাগরিকরা বাধাপ্রাপ্ত হয়েও ভোটদানের প্রচেষ্টা করেছেন। এ ধরনের প্রচেষ্টা থাকা জরুরি। গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য এভাবে এগিয়ে না আসলে গণতন্ত্র রক্ষা করা যাবে না।

ভোট দিতে যাওয়ার সময় তাঁকে যেভাবে হেনস্থা করা হয়েছে তাতে তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এভাবে একজন প্রবীণ নাগরিককে দৈহিকভাবে নিগৃহীত করা কোনোভাবেই উচিত হয়নি বলে তিনি উল্লেখ করেন।আজ তাঁর সাথে দেখা করতে গেছেন ৮-টাউন বড়দোয়ালি কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা। তিনি গতকালের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছেন। ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তিনি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।